THE GOLD DINĀR AND SILVER DIRHAM

Islam and the Future of Money

স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা

ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থের ভবিষ্যৎ

ইংরেজি ভাষায় মূল রচয়িতাঃ

ইমরান নযর হোসেন

বাংলা ভাষায় রূপান্তরঃ

আরিফুল আলম খান

ইংরেজি ভাষায় মূল পুস্তকটির প্রকাশনা:
জামিয়া মসজিদ,
৭৬ মুকুরাপো সড়ক,
সান ফারনান্ডো,
ট্রিনিডাড এন্ড টোবেগো

ইমরান নযর হোসেন, ২০০৭

লেখকের অন্যান্য পুস্তক বিনামূল্যে পাবার ওয়েবসাইট ঠিকানা:
http://www.imranhosein.org/

ইন্টারনেটে লেখকের পুস্তক, ডি-ভি-ডি এবং বক্তৃতা ক্রয় করার ঠিকানা:
http://www.ummahzone.com/

পুস্তকটি সম্পর্কে পাঠকের মতামত পাঠাবার ই-মেইল ঠিকানা:
ihosein@tstt.net.tt অথবা inhosein@hotmail.com

বাংলা অনুবাদের প্রকাশনা:

আরিফুল আলম খান, ২০০৯

সূচি

১॥ ভূমিকা..৩

২॥ কুরআন ও সুন্নাহ্‌র দৃষ্টিতে অর্থের স্বরূপ ৮

৩॥ শত্রুদের মহা-পরিকল্পনা ১৬

৪॥ ইহুদি-খ্রিস্টান মিত্রশক্তির মহা-পরিকল্পনা ১৯

৫॥ আমাদের জবাব ২৭

টীকা ৩০

দু'টি কথা

মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে – শহরটির আতিথেয়তায় আমি মুগ্ধ – এই বইটি লেখার কাজ শেষ করতে পেরে আমি আনন্দিত। কাজটি শেষ হলো ১৪২৮ হিজরির রমজান মাসে, যখন আমি ইসলামিক ভাষণ দেবার উদ্দেশ্যে বছরব্যাপী নিজ মাতৃভূমি ক্যারিবিয়ান দ্বীপ ট্রিনিডাডের মায়া ত্যাগ করে বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণে ব্যস্ত ছিলাম।

ইসলামের অতীতকালের অনেক জ্ঞানীদের মতই আজও যখন কোন লেখক ভ্রমণের মধ্যে বই লেখেন, তখন তাঁর নিজস্ব পাঠাগার থেকে বঞ্চিত থাকাটা একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় তাঁদেরকে স্মৃতির উপর নির্ভর করতে হয়। এভাবে কোনো কোনো সময়ে স্মৃতি দুর্বল থাকলে ছোটখাটো ভুল হয়ে থাকতে পারে। আমি সেসব ভুলের বাস্তব সম্ভাবনার কথা ভেবে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

সাধারণ পাঠককে এই বইটি পড়তে উৎসাহিত করার জন্য এর কলেবর ইচ্ছাকৃতভাবে ছোট রাখা হয়েছে। পাশাপাশি এতে যথাসম্ভব সরল ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, ও অর্থনীতির কঠিন পরিভাষা ব্যবহার না করার চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করা যায় যে, সাধারণ পাঠক যারা মুদ্রাব্যবস্থার সাথে খুব একটা পরিচিত নন, তাদের এই বইটি পড়তে কোন সমস্যা হবে না।

এটার সম্ভাবনা খুব বেশি যে বইটি প্রকাশনার কিছু সময়ের মধ্যেই পৃথিবীর অর্থব্যবস্থাতে ভয়াবহ ঘটনাবলি (বা পরিবর্তন) ঘটবে [*যা ইতিমধ্যে বইটির অনুবাদকালে সংঘটিত হচ্ছে – অনুবাদক*] এবং সেগুলি তাই প্রমাণিত করবে যার বিশ্লেষণ এই বইটিতে দেয়া হয়েছে। তাই এই বইটিতে যেসব যুক্তি দেখানো হয়েছে, সেগুলির মূল্যায়ণ করতে পাঠকের দেরি করা উচিত হবে না। এরপর যদি এগুলিকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন, তাহলে অবশ্যই অর্থব্যবস্থার এই পরিবর্তন মুসলমানদের সামনে যেসব চ্যালেঞ্জ তুলে ধরে তার যথাযথ মোকাবেলা করা তাদের উচিত হবে।

আর অবশ্যই এই বইটি যত দ্রুত ও যত প্রকার ভাষাতে সম্ভব, সকল মুসলিম সমাজে পৌছে দেয়া উচিত হবে। এজন্য বইটিতে কোন স্বত্ব রাখা হয়নি। অপরদিকে যারা এই বইটির মৌলিক যুক্তিগুলিকে প্রত্যাখ্যান করবে তারা যখন অর্থব্যবস্থায় খুব শীঘ্রই অশুভ ঘটনাবলী উন্মোচিত হতে দেখবে তখন অবশ্যই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বে।

এ পর্যায়ে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই একজন সাধারণ ও মহৎ মালয়েশিয়ান ব্যাংকারের চেষ্টাকে, তার নাম নিক মাহানি মোহাম্মদ এবং তিনি মালয়েশিয়াতে ইসলামিক ব্যাংকিং চালু করার শুরুর দিকের উদ্যোক্তা ছিলেন। কয়েক

বছর আগে রয়েল মালয়শিয়ান মিন্ট-এ এই বিষয়ে আমার বক্তৃতা শোনার পর তথাকথিত ইসলামিক ব্যাংকিং-এর প্রতারণামূলক অর্থব্যবস্থার ব্যাপারে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তিনি এরপর সাহস, সততা এবং ধৈর্য্যশীল মনোবল নিয়ে স্বর্ণমুদ্রা এবং সত্যিকার সুদ-মুক্ত অর্থনীতি চালু করার প্রচারণায় নেমে পড়েন। তিনি এবং আমার প্রিয় ছাত্র সিরাজউদ্দিন আদম শাহ্, জুলাই ২০০৭ সালে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে "স্বর্ণমুদ্রা-ভিত্তিক অর্থনীতির উপর আন্তর্জাতিক সম্মেলন" বা "International Conference on the Gold Dinar Economy"-এর আয়োজনের পিছনে জড়িত ছিলেন। এবং এই বইয়ের শুরুর অংশটুকু এই সম্মেলনে 'পেপার' আকারে পেশ করা হয়েছিল।

পরম করুণাময় আল্লাহ বোন নিক মাহানি মোহাম্মদকে "স্বর্ণমুদ্রা-ভিত্তিক এবং সুদ-মুক্ত অর্থনীতি" প্রতিষ্ঠার মহৎ উদ্যোগের জন্য তার উপর রহমত দান করুন। আমিন! এবং আরও অনেককে তার এই উদাহরণে অনুপ্রাণিত হবার তৌফিক দান করুন। আমিন!

ইমরান নযর হোসেন
কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া।
রমজান ১৪২৮, অক্টোবর, ২০০৭।

১॥ ভূমিকা

আবু বকর ইবন আবি মরিয়ম হতে বর্ণিত যে তিনি আল্লাহর নবী (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, “মানবজাতির উপর এমন সময় অবশ্যই আসছে যখন দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) ও দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) ছাড়া ব্যবহার করার মত বা উপকারী আর কিছুই থাকবে না।” [বর্তমান যুগে সারা পৃথিবীজুড়ে যে প্রতারণামূলক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, এই হাদিসে স্পষ্টভাবে তারই পতনের ভবিষ্যদ্‌বাণী রয়েছে।]

– মুসনাদ, আহমাদ

এটা খুবই অদ্ভুত এবং আফসোসের ব্যাপার যে, এই শেষ যুগেও যখন শত্রুরা মানবজাতিকে নিষ্পেষণমূলক অর্থনীতির কফিনে পুরে তাতে শেষ পেরেক ঠুকে দিচ্ছে, তখনও অনেক মুসলিম এই ইউরোপ-প্রণীত অর্থব্যবস্থার প্রতারণা সম্বন্ধে পুরোপুরি অজ্ঞ। এমনকি তাদের একজন এই লেখককে অর্থ সম্বন্ধে ‘হাস্যকর’ মন্তব্যের জন্য সমালোচনাও করেছেন।

বিষয়টা খুব কম মানুষই বুঝতে পেরেছে যে, ইউরোপ-প্রণীত অর্থব্যবস্থা ইসলামের শত্রুদের সুবিধার জন্য এমন দুয়ার খুলে দিয়েছে যার মাধ্যমে তারা গোটা মানবজাতির সম্পদকে বৈধভাবে[১] চুরি করে নিতে পারে। এটাও কেউ বুঝতে পারছে না যে, শত্রুরা যে অর্থব্যবস্থার পরিকল্পনা করেছে তা পুরো পৃথিবীর উপর ক্রমান্বয়ে তাদের অর্থনৈতিক স্বৈরাচারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে। ইউরো-ইহুদি রাষ্ট্রসমূহ ইসরায়েলের পক্ষ নিয়ে বিশ্বব্যপী এক অশুভ মিশন পরিচালনার মাধ্যমে এরই মধ্যে লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে তাদের স্বল্প মজুরির দাসে বন্দি করে ফেলেছে, এবং তাদের অনেককে দারিদ্রের শেষ সীমায় ঠেলে দিয়েছে। আজ যখন কেউ পাকিস্তানি অথবা ইন্দোনেশিয়দেরকে তাদের নিজ নিজ দেশের অর্থনীতির করুণ অবস্থার জন্য দোষারোপ করেন, তখন সেটা সত্যিই খুব বেদনাদায়ক। কারণ তারা এই অবস্থা সৃষ্টির নেপথ্যে আসল নায়কদের চিনতে প্রতিনিয়ত ভুল করছেন।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি এবং এর সাথে সম্পর্কিত খবরগুলি বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম খুবই চতুরতার সাথে এড়িয়ে যাচ্ছে – এমনকি যারা ইসলামকে তাদের ‘রাষ্ট্রধর্ম’ বলে দাবি করে থাকে সেসব দেশের প্রচার মাধ্যমগুলিও। যেমনটা হয়েছিল ২০০৭ সালের ২৪ ও ২৫ জুলাই কুয়ালালামপুরের পুত্রা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে অনুষ্ঠিত ‘স্বর্ণমুদ্রা ভিত্তিক অর্থনীতির উপর আন্তর্জাতিক সম্মেলন’-এর ক্ষেত্রে। এই সম্মেলনের মূলপ্রবন্ধটি পেশ করেন মালয়েশিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রি ডঃ মাহাথির মোহাম্মদ, যার সূত্র ধরে

---

[১] বৈধ অর্থাৎ আইন-সম্মত, অর্থাৎ যে আইন মানুষের তৈরী।

'অর্থব্যবস্থার' উপর দু'দিনব্যাপী বিশ্লেষণমূলক আলোচনা শুরু হয়। এই সম্মেলনে ডঃ মাহাথির মোহাম্মদের মূল বক্তব্যের পরই আমি "অন্তর্নিহিত মূল্যসম্পন্ন মুদ্রার[২] বিলুপ্তির কারণ" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ পেশ করি। এই বইটি মূলত সেই প্রবন্ধের বর্ধিত রূপ। পাঠকের আগ্রহ থাকলে এই সম্মেলন সম্পর্কে তৎকালিন মালয়েশিয়ার ইংরেজি সংবাদপত্রগুলি পড়তে পারেন।

এসব ব্যাপারে সংবাদ মাধ্যমের নিশ্চুপ থাকার তুলনায় আরও দুঃখজনক ভূমিকা পালন করছেন আধুনিকতায় বিশ্বাসী ইসলামের অনেক জ্ঞানীব্যক্তিবর্গ। অনেক সাধারণ মুসলমানদের মতই তারা আধুনিক অর্থের[৩] প্রতারণামূলক বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে নিশ্চুপ রয়েছেন। এমনকি তারা যখন শেষপর্যন্ত আধুনিক অর্থ সম্পর্কে তাদের বিরাট ভুল বুঝতে পারেন, তখনও 'অপরিশোধ্য কাগজি মুদ্রা'-ভিত্তিক[৪] অর্থব্যবস্থাকে প্রতারণামূলক বা হারাম বলার মত সাহস পান না।

এ ব্যাপারে মুসলিম দেশগুলির সরকারগুলিই সবচেয়ে দুঃখজনক ভূমিকা পালন করছেন। তারা মুদ্রার ভয়াবহ বাস্তবতাকে হয় বুঝতে পারেন না অথবা বুঝতেই চান না। আসলে, ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য এই সকল সরকারগুলির দরকার পৃথিবীর নিয়ন্ত্রক দেশগুলির (অর্থাৎ ইহুদি-খ্রিস্টান[৫] গোষ্ঠীর) সমর্থন। আর তাই তারা অনেকটা ক্রীতদাসের মত সেসব নিয়ন্ত্রক দেশের আজ্ঞাবহ থেকে নিশ্চুপ ভূমিকা পালন করে।

মুসলিম দেশগুলির এই করুণ অবস্থার মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন মালয়েশিয়ার তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার সৃষ্ট অর্থব্যবস্থার মধ্যে যে প্রতারণা লুকিয়ে আছে তা তিনি যে শুধু বুঝতে পেরেছিলেন তাই নয়, বরং এর প্রতিকারে তিনি এমন এক কাজ করেছিলেন যা ইসলামের অনেক বড় বড় পন্ডিতরাও করতে সাহস পান নি। তিনি প্রতারণামূলক মার্কিন ডলারের পরিবর্তে স্বর্ণমুদ্রা-ভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় ফিরে যেতে আহ্বান জানিয়েছিলেন, যেন মুসলমানেরা তাদের উপর চালানো অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শোষণ হতে রক্ষা পেতে পারে।

---

২ অন্তর্নিহিত মূল্যসম্পন্ন মুদ্রা (money with intrinsic value): যেসব মুদ্রা নিজেই মূল্যবান বা যাদের নিজস্ব মান থাকে, যেমনঃ সোনা ও রূপার মুদ্রা ।

৩ আধুনিক অর্থ (modern money): বর্তমান যুগে ব্যবহৃত মুদ্রা যাদের নিজস্ব মূল্য নেই, এগুলোকে আমরা ডলার, পাউন্ড, রূপি, টাকা ইত্যাদি বলে থাকি এবং এগুলো কাগজের নোট, ক্রেডিট কার্ড, ব্যাংক চেক ইত্যাদিরূপে বাজারে ব্যবহৃত হয়।

৪ অপরিশোধ্য কাগজি মুদ্রা (non-redeemable paper money): ব্যাংক থেকে যে মুদ্রা নেবার পর তা আর ব্যাংককে ফেরত দেয়া যায় না, অথবা তার পরিবর্তে যে সম্পদ মজুদ থাকার কথা, যেমন সোনা, সেটা পাবার আশা করা যায় না।

৫ ইহুদি-খ্রিস্টান গোষ্ঠী (Judeo-Christian alliance): ইহুদি ও খ্রিস্টান মিত্রশক্তি, সাধারণভাবে বর্তমান আমেরিকা, ইউরোপ ও ইসরাইল কর্তৃক গঠিত মিত্রশক্তি।

আমরা এই বইটি তাদের (পাঠ করার ও বুঝার) জন্য লিখেছি যারা কুরআনকে এক আল্লাহর বাণী এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-কে তাঁর প্রেরিত শেষ রাসূল হিসেবে মানেন। আমরা এই বইটিতে আমাদের মূল বিষয়টি শুধু ব্যাখ্যাই করবোনা, সাথে এই প্রার্থনাও করবো যে মহান আল্লাহ যেন আমাদের সাহায্য করেন এবং মুসলমানদের চোখের উপর থেকে পর্দা সরিয়ে নেন, যেন তারা সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে। শুধুমাত্র তখনই তারা সেই অর্থব্যবস্থার ভয়াবহ পরিণতি বুঝতে পারবেন যা মানবজাতিকে অর্থনৈতিক দাসত্বে বন্দি করার জন্য গড়ে তোলা হয়েছে। এই ব্যবস্থা এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যেন যারাই ইহুদি-খ্রিস্টান মিত্র গোষ্ঠিকে বাধা দেবার চেষ্টা করবে তাদেরকেই এর শিকারে পরিণত হতে হবে। বর্তমান বিশ্বের কিছু মুসলিম দেশ যেমন ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দুর্দশার দিকে তাকালে এই বিষয়টি আর একটু পরিষ্কার হতে পারে।

ইহুদি-খ্রিস্টান গোষ্ঠীর অর্থব্যবস্থার সর্বশেষ ধাপ হচ্ছে বিশ্বজুড়ে ইলেক্ট্রনিক মুদ্রার[৬] প্রবর্তন, যা সম্পূর্ণরূপে বর্তমানে প্রচলিত কাগজি মুদ্রার জায়গা দখল করে নিবে। অর্থব্যবস্থার এই পরিবর্তন ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। আর এই উদ্দেশ্য সফল করতে হলে, যারা অর্থব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেই বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য আরেকটি কাজ করা বাকি রয়েছে, আর তা হলো বিশ্বব্যাপী এমন একটি সমস্যা (যেমন, অর্থনীতিতে ধ্বস বা ইরানের উপর পরমাণু যুদ্ধ[৭] চাপানো, ইত্যাদি) সৃষ্টি করা যেন মার্কিন ডলারের মূল্যপতন ঘটে এবং তারই সাথে বিভিন্ন দেশের কাগজি মুদ্রাতেও ধ্বস নামে।

সোনার মূল্য থেকে মার্কিন ডলারের ধ্বসের একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে। ১৯৮০ সালের জানুয়ারী মাসে সেটা আউন্স প্রতি ৮৫০ মার্কিন ডলার ছিল। শীঘ্রই এটা ৩০০০ মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। একই রকম ঘটনা তেলের ক্ষেত্রেও ঘটবে। প্রকৃতপক্ষে মার্কিন ডলারের পতনের ফলে মার্কিনী এবং বিশ্ববাসীদের মাঝে যে মানসিক আঘাত আসবে, তার ফলশ্রুতিতেই ইলেক্ট্রনিক মুদ্রা কাগজি মুদ্রার জায়গা দখল করে নেবে। এবং পৃথিবীব্যাপী এক নতুন মুদ্রাব্যবস্থার সূচনা হবে।

আমরা এই বইটিতে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাহতে অর্থ সম্বন্ধে কি বলা হয়েছে তার অবতারণা করার চেষ্টা করব। আমরা এটাই প্রমাণ করব যে ঐ মুদ্রার (সুন্নাহ-ভিত্তিক মুদ্রার) সবসময়ই নিজস্ব মূল্য (intrinsic value) থাকবে। ঐ মুদ্রাকে যে জিনিস বা পণ্যের সাথেই বিনিময় করা হোক

---

৬ ইলেক্ট্রনিক মুদ্রা (electronic money): ক্রেডিট কার্ড, ভিসা কার্ড, মাস্টার কার্ড বা এই জাতীয় প্লাস্টিক মুদ্রা । এগুলোর নিজস্ব কোন অন্তর্নিহিত মূল্য (intrinsic value) নেই।

৭ এই বইটি ২০০৭ সালে প্রথম রচিত হয়। ২০০৮ সালের নভেম্বর মাসে যখন এর অনুবাদ করা হচ্ছে তখন সত্যিকারভাবেই বিশ্বের দেশে দেশে অর্থনীতিতে ধ্বস শুরু হয়েছে, যা বইটিতে আগেই অনুমান করা হয়েছিল – অনুবাদক।

না কেন, মুদ্রার ভিতরই তার মান বিদ্যমান থাকবে এবং একারণেই ঐ সুন্নাহ-ভিত্তিক মুদ্রার মানকে কৃত্রিমভাবে কোন ভাবেই পরিবর্তন করা যাবে না (যা এখন সর্বদাই বিভিন্ন দেশের কাগজি মুদ্রার সাথে করা হচ্ছে)।

আমরা আরও দেখাব যে, বর্তমান অর্থব্যবস্থা ইউরোপীয় খ্রিস্টানরা প্রচলন করেছিল একটি বিশেষ উদ্দেশ্যলাভের জন্য, আর তা হলো 'অন্তর্নিহিত মূল্যসম্পন্ন মুদ্রা'-কে হটিয়ে দিয়ে তার স্থলে 'অন্তর্নিহিত মূল্যহীন মুদ্রা'-র প্রচলন করা। কারণ এই প্রক্রিয়াতেই আজকের প্রচলিত মুদ্রার মানের অবমূল্যায়ন ঘটানো সম্ভব। যখন এই অবমূল্যায়ন ঘটে তখন ঐ মুদ্রা ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর সম্পদ বৈধভাবে হাতিয়ে নেয়া সম্ভব হয়, উপরন্তু তারা সুদের বিনিময়ে যে ঋণ নিয়েছিল, তাও পরিশোধ করা তাদের পক্ষে উত্তরোত্তর কঠিন হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে এসব দেশ এমনভাবে ফাঁদে পড়ে যায় যে তারা আর কখনই এ ঋণ শোধ করতে পারে না, এবং এভাবে তারা ঐসকল দেশের দয়ার উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয় যারা তাদের উপর বিশাল ঋণের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। ঐসব দেশের এই সন্দেহজনক ঋণদানের মূল উদ্দেশ্য হলো তাদের উপর আরও গভীরভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।[৮]

যেসব দেশের মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটে, মুদ্রাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী দেশগুলির কাছে ঐসব দেশের জমি, শ্রম, পণ্য আর বিভিন্ন সেবার মূল্য ক্রমেই কমতে থাকে। আর এভাবেই দেখা যায় পৃথিবীর একটা অংশ বিলাসিতার সাথে বসবাস করতে পারছে, আর পৃথিবীর বাকি অংশের মানুষ নিয়ত মূল্য হারাতে থাকা মুদ্রাব্যবস্থা নিয়ে দিন যাপন করছে। প্রতিনিয়ত তাদের ঘাম আর শ্রমের বিনিময়ে তারা এমন সব লুটেরাদের দাসে পরিণত হচ্ছে যারা চিরস্থায়ীভাবে ধনী, অর্থাৎ *জীবনযাত্রায় চিরস্থায়ীভাবে জাহাজের প্রথম শ্রেণীর টিকেটের অধিকারী*। বিশেষভাবে চিহ্নিত ঐসব দেশে যখন দারিদ্র চরমভাবে বৃদ্ধি পায়, তখন স্বাভাবিকভাবেই দুর্নীতিও বৃদ্ধি পায়। সম্মানিত পাঠক, এখন সামান্য পরিমাণ বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে একটি প্রশ্নের উত্তর বের করে নিন: কেন বিশ্বজুড়ে মুসলিম দেশগুলি অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে দুর্নীতিতে আক্রান্ত, যেখানে পাশ্চাত্য দেশগুলি (যারা প্রতারণামূলক মুদ্রাব্যবস্থার মাধ্যমে অন্যদের শ্রমে অর্জিত সম্পদ লুটে নিচ্ছে) অনুরূপ কোন দুর্নীতি ছাড়াই সুখে-শান্তিতে বাস করছে?

তারপর যেসব দেশের মুদ্রার অবমূল্যায়ণ ঘটেছে, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আই-এম-এফ) সেসব দেশকে ব্যাপকহারে বেসরকারীকরণে বাধ্য করে, যেন লুটেরারা খুব সহজেই ঐসব দেশগুলির তেল ও গ্যাসক্ষেত্র, বিদ্যুত ও টেলিফোন কোম্পানিগুলিকে কিনে (বা আয়ত্তে নিয়ে) নিতে পারে। আর যখন এসব ক্ষেত্রগুলি তাদের হাতে চলে যায়, তখন তা যায় তাদের প্রকৃত মূল্যের চেয়ে অনেক অনেক কম মূল্যে। আর এজন্যই ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হুগো শ্যাভেজ এই প্রতারণা ধরতে পেরে আই-এম-এফ থেকে

---

[৮] দেখুন জন পার্কিন্সের 'Confessions of an Economic Hit-Man'।

ভেনিজুয়েলার সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। সেসময় ইসলামের পন্ডিত ব্যক্তিরা ছিলেন এ ব্যাপারে একদম নিরব।

এই বইটি আরও ব্যাখ্যা করবে যে শত্রুরা শুধুমাত্র যে তাদের অনৈতিক ও শোষণমূলক মুদ্রাব্যবস্থার দ্বারা অন্যদের শ্রম চুরি করে তাই নয়, বরং তাদের পরিকল্পনা হচ্ছে বাকি সকলকে অর্থনৈতিক দাসে পরিণত করা যেন তারা পুরো পৃথিবীর উপর একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এই স্বৈরাচারই একসময় ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েলকে পৃথিবীর নিয়ন্তা রাষ্ট্রে পরিণত করবে, এবং এতে ইসরায়েলের শাসনকর্তা পুরো পৃথিবীর সামনে এক মিথ্যা দাবি করবে যে সে-ই সত্যিকার মসীহ। আসলে সে হবে ভন্ড মসীহ বা দাজ্জাল। আমরা এই ঘটনার এতটাই কাছে যে এই লেখক দাবি করেন যে, যেসব ছেলেমেয়েরা এখন স্কুলে পড়াশুনা করে তারাই একসময় তাকে দেখতে পারবে।[৯]

অপরিশোধ্য কাগজি মুদ্রার উপর প্রতিষ্ঠিত বর্তমান মুদ্রাব্যবস্থার পিছনে এক সুচতুর পরিকল্পনা রয়েছে। যারা এটা ধরতে পারবেন না, তারা এর দ্বারা সৃষ্ট বিপদগুলির বিরুদ্ধেও যথাযথ পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হবেন। তারপরও এই লেখক তাদের এই পরিকল্পনার কথা, এর পরিণাম এবং স্বর্ণমুদ্রাকে মুদ্রারূপে পুনঃপ্রচলনের প্রয়োজনীয়তা, বহু বিজ্ঞ সহকর্মী ও বুদ্ধিজীবিকে বুঝাতে চেষ্টা করে অনেকটা হতাশ হয়েছেন।

---

৯ দেখুন এই লেখকের বই ‘পবিত্র কুরআনে জেরুজালেম’ (বাংলায় অনূদিত) এবং ‘Sūrah al-Kahf and the Modern Age’। উভয় বই ইংরেজিতে বিনামূল্যে এই ঠিকানায় পাওয়া যাবেঃ www.imranhosein.org

২॥ কুরআন ও সুন্নাহ্‌র দৃষ্টিতে অর্থের স্বরূপ

আধুনিক অনেক উদারপন্থী (সেক্যুলার) মুসলিম দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে অর্থনীতি এবং রাজনীতির ব্যাপারে ধর্মের হস্তক্ষেপ করার কিছুই নেই। এরকম মুসলিমরা মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনের নিম্নোক্ত ঘটনাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন না (এমনকি অনুধাবনও করতে পারবেন না):

"আবু সাঈদ আল-খুদরি (রাঃ) বলেছেন, একদিন বিলাল (রাঃ) মহানবী (সাঃ)-এর কাছে কিছু ভাল খেজুর নিয়ে আসলেন, তখন নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি এটা কোত্থেকে পেয়েছেন। বিলাল (রাঃ) উত্তরে বললেন: "আমার কাছে কিছু নিম্নমানের খেজুর ছিল, আমি সেরকম দুইটির বিনিময়ে এরকম (ভালো) একটি করে নিয়েছি। মহানবী (সাঃ) প্রতিক্রিয়ায় বললেন, "আহ্‌, এটাই মূলত রিবা, এটাই মূলত রিবা। এটা করো না, যদি তোমার কিনতে ইচ্ছা হয়, তাহলে তোমার খেজুরগুলি প্রথমে আলাদাভাবে বিক্রি করবে, এরপর তার বিনিময়ে যা পাবে তা দিয়ে (ভালো খেজুর) কিনবে।"

– বুখারী, মুসলিম

আমরা এখানে জানতে পারলাম যে মহানবী (সাঃ) খেজুরের পরিবর্তে খেজুরের অসম বিনিময়কে (যেমন দুইটি সাধারণ খেজুরের পরিবর্তে একটি ভাল খেজুর নেয়াকে) নিষেধ করেছেন। তিনি এরূপ বিনিময়ের মধ্যে রিবার মূল উপাদান আছে বলে ঘোষণা দিয়েছেন। অপরদিকে উটের পরিবর্তে উটের অসম বিনিময়কে বৈধতা দেয়ার নজির আছে:

"মালিক হতে, অতঃপর নাফি হতে প্রাপ্ত, যে ইয়াহইয়া (রাঃ) আমাকে বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) চারটি উটের পরিবর্তে আরোহণ-যোগ্য একটি মাদি উট কিনলেন (অর্থাৎ বিনিময় করলেন) এবং আর-রাবাদা নামক স্থানে বিক্রয়কারীর নিকট ঐগুলিকে (চারটি উটকে) সম্পূর্ণরূপে দেবার অংগীকার করলেন।"

– মুওয়াত্তা, ইমাম মালিক

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, কেন খেজুরের পরিবর্তে খেজুরের অসম বিনিময়কে নিষিদ্ধ করা হলো, কিন্তু উটের পরিবর্তে উটের অসম বিনিময়কে নিষিদ্ধ করা

হলো না? রিবা সম্বন্ধে নবী (সাঃ)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিসে এই প্রশ্নের উত্তর আছে, যা ইসলামে অর্থের সংজ্ঞাকে ব্যাখ্যা করেঃ

"আবু সাঈদ আল-খুদরি (রাঃ) হতে বর্ণিত যে আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) বলেছেনঃ "সোনার বিনিময়ে সোনা, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, বার্লির বিনিময়ে বার্লি, খিজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবনের বিনিময়ে লবন। সমান সমান বিনিময়ের ক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধ অবশ্যই অকুস্থলে হতে হবে, এরপর যদি কেউ বেশি দেয় কিংবা বেশি দাবি করে, সে রিবায় জড়িয়ে পড়বে এবং যে দেবে আর যে নেবে উভয়েই অপরাধী হবে।"

– সহীহ মুসলিম

উপরোক্ত হাদিসে মহানবী (সাঃ) পরিষ্কারভাবে তিনটি বিষয় প্রতিষ্ঠা করেছেন:

প্রথমত, ইসলামে 'অর্থ' মানে কোন মূল্যবান ধাতুর মুদ্রা যেমন সোনা বা রূপা, অথবা অন্যান্য পণ্য যেমন গম, বার্লি, খেজুর, লবণ বা নিত্য ব্যবহার্য ভোগ্যপণ্য বস্তু যেগুলির একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ[১০] রয়েছে।

তাই, যখন মদীনার বাজারে সোনা এবং রূপার অভাব দেখা দেয়, তখন খেজুরের মত দ্রব্যসামগ্রী যেগুলির প্রচুর সরবরাহ ছিল এবং যেগুলির নির্দিষ্ট মেয়াদ ছিল, সেগুলি অর্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। এগুলির সূত্র ধরে আমরা এখন উপরোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারি।

উটের পরিবর্তে উটের অসম বিনিময় এজন্য বৈধ ছিল যে এরকম প্রাণী কখনও মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার হয় না। খেজুরের পরিবর্তে খেজুরের অসম বিনিময়কে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এজন্য যে খেজুর মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। খেজুরের এরূপ অসম বিনিময়কে যদি বৈধতা দেয়া হতো তাহলে কুসীদজীবিদের[১১] জন্য সুদের[১২] বিনিময়ে অর্থ ধার দেয়ার দুয়ার খুলে যেত।

আজকের যুগে যদি মুদ্রা হিসেবে খেজুর ব্যবহারের সেই নীতি প্রয়োগ করা হয়, তাহলে উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপে যদি স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার অভাব হয় তাহলে 'চাল'-কে সেখানকার মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। অপরদিকে কিউবা দ্বীপে 'চিনি'-কে মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

---

১০ মেয়াদ বলতে যে কটা দিন দোকানের shelf বা তাকে রাখলে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি (খেজুর, গম, লবণ ইত্যাদি) খাবার উপযোগী থাকে, এটাকে shelf-life বলা হয়।

১১ যারা সুদে অর্থ ধার দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে।

১২ দেখুন টীকা ১।

ইসলামের কিছু কিছু পন্ডিত যুক্তি দেখাতে পারেন যে মানুষ যে কোন কিছুই ব্যবহার করতে পারে, এমনকি বালুকণাকেও মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করার অধিকার তার আছে। তাই কাগজ ছাপিয়ে তার একটা মূল্য নির্ধারণ করে মুদ্রা বানাতে বাধা কোথায়? এর উত্তরে আমরা বলতে চাই, হাদিস অনুযায়ী সমুদ্রতীরে পড়ে থাকা বালুকা বা শামুক এইগুলি মুদ্রা হিসেবে ইসলামে ব্যবহারের উপযোগী না, কারণ এগুলি কোন মূল্যবান ধাতু নয় এবং এগুলিকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয় না।

দ্বিতীয়ত, যখন সোনা, রূপা, গম, বার্লি, খেজুর এবং লবন (চাল, চিনি ইত্যাদি) মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হতো, তখন মুদ্রার মূল্য তাদের 'ভিতরে' ছিল, 'বাহিরে' নয়। তাই এই হাদিসটি ইসলামে মুদ্রা হিসেবে শুধুমাত্র সেসব বস্তুকে সমর্থন করে যাদের ভিতরে নিজস্ব মূল্য (intrinsic value) রয়েছে।

তৃতীয়ত, মুদ্রা সবসময় আল্লাহর সৃষ্ট জিনিসগুলির অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা মহান আল্লাহ কতৃক সৃষ্ট এবং আল্লাহ নিজেই এর মান (বা উপযোগিতা) নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি আল-রাজ্জাক অর্থাৎ ধন-সম্পদের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে নিজের পরিচয় দিয়েছেন।

সব মিলিয়ে আমরা সুন্নাহ-ভিত্তিক মুদ্রার ভিতরে তিনটি বৈশিষ্ট্য দেখছি:

১. এটা হবে কোন মূল্যবান ধাতু বা উপরোক্ত অন্য কোন দ্রব্য;
২. এর নিজস্ব মান থাকতে হবে; এবং
৩. এটা আল্লাহর সৃষ্ট জিনিসের[১৩] মধ্যে হতে হবে যার মূল্যমান স্বয়ং আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যিনি সকল ধন-সম্পদের মালিক।

আবারও কিছু ইসলামিক পন্ডিত মনে করিয়ে দিতে পারেন যে, সুন্নাহ দুইটি অংশ নিয়ে গঠিত। এর প্রথমটি এসেছে মহানবী (সাঃ)-এর কাছ থেকে, কিন্তু তার ভিত্তি আল্লাহর নির্দেশের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর দ্বিতীয়টি তাঁর মতামতের উপর প্রতিষ্ঠিত। মহানবী (সাঃ) নিজেই এই দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে তার অনুসারীদের উপদেশ দিয়েছেন, "*তোমরা নিজেদের জাগতিক ব্যাপার সম্বন্ধে নিজেরাই ভাল জ্ঞাত আছ।*" এই উপদেশ এটাই নির্দেশ করে যে মুদ্রার ব্যাপারে উপরোক্ত সুন্নাহ অনুসরণ করার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

এসব পন্ডিতরা দাবি করেন যে 'মুদ্রা' ঐ দ্বিতীয় ভাগে পড়ে। ফলশ্রুতিতে তারা বলে, অপরিশোধ্য কাগজি মুদ্রার বর্তমান ব্যবস্থা মুসলিমদের গ্রহণ করা সম্পূর্ণরূপে বৈধ, যদিও এই ব্যবস্থায় ইহুদি-খ্রিস্টান শাসকগোষ্ঠি শুধু কাগজ ছাপিয়ে তাকে 'মুদ্রা' হিসাবে চালিয়ে দেয়, এরপর তার একটা কাল্পনিক মূল্য নির্ধারণ করে দেয়, এবং এই

[১৩] যা কৃত্রিম উপায়ে তৈরি না, বরং প্রকৃতি হতেই আহরণ করা হয় (সোনা, রূপা, খাদ্যশষ্য)।

প্রক্রিয়ায় তাদের খুশিমত সম্পদের মালিক হয়ে যায়। তাদের এই মুদ্রা দিয়ে তারা পৃথিবীর যে কোন অংশে যে কোন কিছু কিনতে পারে। কিন্তু যখন মুসলিমরা তাদের (শূন্য হতে) সম্পদ বানানোর এই অনৈতিক কার্যকলাপকে গ্রহণ ও অনুসরণ করবে, তখন এক স্যুটকেস ভর্তি ইন্দোনেশিয়ান রুপি বা পাকিস্তানি রুপি নিয়ে তারা ম্যানহ্যাটনে এক কাপ কফিও কিনে খেতে পারবে না।

ইসলামের এই পন্ডিতেরা অপরিশোধ্য কাগজি মুদ্রার বর্তমান ব্যবস্থাকে কখনই হারাম বলেন নি, এবং এটাও প্রতীয়মান হয় যে তারা ভবিষ্যতেও বলবেন না। তারা, অবশ্যই সঠিক বিচার করতে ভুল করেছেন এবং তাদের এই ভয়াবহ ব্যর্থতার জন্য শেষ বিচারের দিনে প্রতিফল ভোগ করতে হবে (কারণ তারা অনেক মুসলিমকে বিপথে পরিচালিত করেছেন)। তারা মহান আল্লাহর সৃষ্ট মূল্যবান ধাতুকে মুদ্রা হিসেবে মেনে নেন নি, যার স্বাভাবিক মান স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত এবং যার ভিত্তি দৃঢ়ভাবে কুরআনে প্রতিষ্ঠিত:

"আহলে কিতাবের (তওরাতের) অনুসারিদের মধ্যে এমনও মানুষ রয়েছে, যদি তাদের কাছে কোনো ইসরায়েলি 'কিন্তার' (প্রচুর ধন-সম্পদ যেমন স্বর্ণমুদ্রার স্তুপ) পরিমাণ আমানত রাখে, তাহলেও তা তারা যথারীতি পরিশোধ করবে। আর তাদের মধ্যে অনেকে এমনও রয়েছে, যাদের কাছে যদি কোনো অ-ইসরায়েলি একটি দিনারও (স্বর্ণমুদ্রা) গচ্ছিত রাখে তাও ফেরত দেবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত এর মালিক সেটা ফেরত পাবার জন্য নাছোড়বান্দা না হয়ে যায়। এর কারণ তারা যুক্তি দেখায় যে 'উম্মীদের (অ-ইসরাইলি) অধিকার বিনষ্ট করতে আমাদের কোন পাপ নেই'। কিন্তু তারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে, এবং তারা ভালোভাবেই জানে (যে এটা মিথ্যা)।"

– কুরআন, আলে-ইমরান, ৩:৭৫

এছাড়াও সুরা ইউসুফে তিনি দিরহামের উল্লেখ করেছেন:

"এবং ওরা কম মূল্যে কিছু দিরহামের (রূপার মুদ্রার) বিনিময়ে তাকে বিক্রি করে দিল এবং তারা তাকে খুবই অপ্রয়োজনীয় মনে করেছিল।"

– কুরআন, ইউসুফ, ১২:২০

কুরআনে এই দুটি আয়াতে মহান আল্লাহ মুদ্রা বলতে 'স্বর্ণ' ও 'রৌপ্য' মুদ্রার উল্লেখ করেছেন। দিনার ছিল অন্তর্নিহিত মূল্যসম্পন্ন সোনার মুদ্রা। আর দিরহাম ছিল রূপার মুদ্রা, বলা বাহুল্য সেটারও অন্তর্নিহিত মূল্য ছিল। উভয়েই আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাদের মূল্যমান স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত, যিনি সকল ধন-সম্পদের মালিক।

কুরআনে আরও আয়াত আছে যেখানে সোনা এবং রূপাকে সম্পদ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যে সম্পদকে স্বর্ণমুদ্রা দিনার ও রৌপ্যমুদ্রা দিরহামরূপে ব্যবহার করা যায়।

"মানবকুলকে মোহগ্রস্থ করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশি রাশি স্বর্ণ-রৌপ্য (দিনার ও দিরহামের স্তুপ), জাত-অশ্ব, গবাদি পশু এবং ফলনশীল ক্ষেত-খামারের মত আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। তবে আল্লাহর নিকটই হলো উত্তম আশ্রয়।"

– কুরআন, আলে-ইমরান, ৩:১৪

"যদি (মুক্তিপণ হিসেবে) সারা পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণও তার পরিবর্তে দেয়া হয়, তবুও যারা কাফের এবং কাফের হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের তওবা কবুল হবে না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। তাদের কোনই সাহায্যকারি নেই।"

– কুরআন, আলে-ইমরান, ৩:৯১

"হে ঈমানদারগণ! অনেক (ইহুদি) ধর্মযাজক ও (খ্রিস্টান) সন্ন্যাসীরা সাধারণ লোকদের মালামাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে চলেছে এবং আল্লাহর পথ থেকে (তাদেরকে) নিবৃত রাখছে। আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমিয়ে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না [এটা অবশ্যই মুদ্রা হিসেবে সোনা ও রূপা ব্যবহার সম্পর্কেই বলা হয়েছে], তাদেরকে (হে মুহাম্মদ) কঠোর আযাবের সংবাদ শুনিয়ে দিন।"

– কুরআন, তওবা, ৯:৩৪

"যদি সব মানুষের এক মতাবলম্বী হয়ে যাওয়ার (অর্থাৎ অবিশ্বাসী তথা পার্থিব জীবন কামনাকারী হয়ে যাওয়ার) আশংকা না থাকতো, তবে যারা দয়াময় আল্লাহকে অস্বীকার করে আমি তাদের গৃহের জন্য রূপার ছাদ ও সিঁড়ি তৈরি করে দিতাম, যার উপর তারা চড়ত। এবং তাদের গৃহের জন্য (রূপার) দরজা করে দিতাম এবং (রূপার) পালংক দিতাম, যাতে তারা হেলান দিয়ে বসত। এবং যুখরুফও (স্বর্ণ) দিতাম; কিন্তু এসবই পার্থিব জীবনের ভোগসামগ্রী মাত্র আর আপনার পালনকর্তার কাছে পরকাল তাদের জন্যই যারা ভয় করে।"

– কুরআন, যুখরুফ, ৪৩:৩৩-৩৫

যদি তোমরা এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে ইচ্ছা কর এবং তাদের একজনকে 'কিন্তার' (সোনা ও রূপার মোহর, বা প্রচুর ধন-সম্পদ) প্রদান করে থাক, তবুও তা থেকে কিছুই ফেরত নিও না। তোমরা কি তা অন্যায়ভাবে ও প্রকাশ্য গুণাহর মাধ্যমে গ্রহণ করবে?

– কুরআন, নিসা, ৪:২০

কুরআন আরও প্রকাশ করে যে, সোনা ও রূপা মূল্যবান পদার্থরূপে পরকালেও তাদের মর্যাদা বহন করবে। অন্যভাবে বলা যায়, পার্থিব জীবনে মূল্য বহনের পাশাপাশি সোনা ও রূপা পারলৌকিক বাস্তবতাতেও তাদের মূল্য ধরে রাখবে।

"তাদের আবরণ হবে মসৃণ সবুজ রেশমি কাপড় যাতে স্বর্ণের কারুকাজ থাকবে। এবং তারা রূপার কাঁকন পরে থাকবে। পালনকর্তা তাদেরকে 'শরাবান-তহুরা' (পবিত্র পানীয়) পান করাবেন।" (এই আয়াত ও এর পরের আয়াতগুলি এটাই নির্দেশ করে যে সোনা ও রূপা পরবর্তী জীবনেও দামি বস্তু হিসেবে পরিগণিত হবে)

– কুরআন, আল-ইনসান, ৭৬:২১

"তাদের কাছে পরিবেশন করা হবে সোনার থালা ও পানপাত্র এবং তথায় রয়েছে মনে যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। তোমরা তথায় চিরকাল অবস্থান করবে।"

– কুরআন, যুখরুফ, ৪৩:৭১

"তাকে কেন সোনার কাঁকন প্রদান করা হলো না, অথবা কেন তার সাথে ফেরেশতারা দল বেঁধে এলো না?" [এখানে সোনাকে মূল্যবান বলে গণ্য করা হয়েছে, যা ঊর্ধ্বলোক থেকে প্রদান (bestowed from above) করা হয়।]

– কুরআন, যুখরুফ, ৪৩:৫৩

"তারা প্রবেশ করবে চিরস্থায়ী বাগানে (জান্নাতে)। সেখানে তারা অলংকৃত হবে স্বার্ণনির্মিত, মোতি খচিত কংকন দ্বারা। সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের।"

– কুরআন, আল-ফাতির, ৩৫:৩৩

"নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করবেন উদ্যানসমূহে, যার তলদেশ দিয়ে নদী বয়ে যাবে। তাদেরকে সেখানে স্বর্ণ-কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং তথায় তাদের পোশাক হবে রেশমের।"

– কুরআন, আল-হজ্জ, ২২:২৩

"তাদেরই জন্য আছে চিরস্থায়ী বাগান (জান্নাত) যার নিচে নদী প্রবাহিত থাকবে; তাদেরকে তথায় স্বর্ণ-কংকনে অলংকৃত করা হবে এবং তারা মসৃণ সিল্ক ও বুটিদার সবুজ কাপড় পরবে। তারা সেখানে উঁচু সিংহাসনে সমাসীন হবে। কত চমৎকার প্রতিদান এবং কত উত্তম আশ্রয়!"

– কুরআন, আল-কাহফ, ১৮:৩১

“আপনার সোনার তৈরি গৃহ থাকুক অথবা আপনি আকাশে আরোহণ করুন, আমরা আপনার (আকাশে) আরোহণকে কখনই বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ আপনি আমাদের প্রতি একটি গ্রন্থ অবতীর্ণ না করবেন, যা আমরা পাঠ করব। বলুন (হে নবী): আমার পালনকর্তা পবিত্র ও মহান, আমি একজন মানুষ, একজন রাসূল বৈ আর কী?”

– কুরআন, আল-ইসরা, ১৭:৯৩

আসলেই, স্বর্ণমুদ্রার (দিনারের) শেষ বিচারের দিনেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নির্ধারণ করা আছে। একটি সুদীর্ঘ হাদিসে অন্তরের বিশুদ্ধতার পরিমাপ একটি দিনারের সাথে করার উল্লেখ আছে, এবং সেটাই হবে দোযখের আগুন হতে মানবকুলকে উদ্ধার করার পরিমাপ। নিচে দীর্ঘ হাদিসটির এ সম্পর্কিত অংশটুকু দেয়া হলো।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত: কেয়ামত সংঘটিত হলে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিবে: “যে যাকে উপাসনা করত তাকে অনুসরণ করুক (অর্থাৎ তার সাথে আসুক)। . . . ”

তারপর তাদেরকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেয়া হবে; এবং সেই ব্যক্তিদেরকে বিশাল সংখ্যায় বাহির করে আনা হবে যাদের পায়ের অর্ধেক বা হাঁটু পর্যন্ত আগুনে নিমজ্জিত ছিল। তারা (ফেরেশতারা) বলবে:

“হে আমাদের প্রভু, তুমি যাদেরকে বাহির করে আনার হুকুম দিয়েছিলে, তাদের কেউ আর জাহান্নামে নেই।” তিনি (আল্লাহ) তারপর বলবেন: “যাও, যাদের অন্তরে এক দিনার পরিমাণ শুভ পাও তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাহির করে আন।” তারা আবার বিশাল সংখ্যায় মানুষকে বাহির করে আনবে। তারপর তারা বলবে: “হে আমাদের প্রভু, তুমি যাদেরকে বাহির করে আনার হুকুম দিয়েছিলে, তাদের কাউকে আমরা ছেড়ে আসি নি।” তারপর তিনি বলবেন: “যাও, যাদের অন্তরে অর্ধেক দিনার পরিমাণ শুভ পাও তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাহির করে আন।” তারা আবার বিশাল সংখ্যায় মানুষকে বাহির করে আনবে। তারপর তারা বলবে: “হে আমাদের প্রভু, তুমি যাদেরকে বাহির করে আনার হুকুম দিয়েছিলে, তাদের কাউকে আমরা ছেড়ে আসি নি।” তারপর তিনি বলবেন: “যাও, যাদের অন্তরে এক কণা পরিমাণ শুভ পাও তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাহির করে আন।” তারা আবার বিশাল সংখ্যায় মানুষকে বাহির করে আনবে। তারপর তারা বলবে: “হে আমাদের প্রভু, যাদের অন্তরে কোন রকম শুভ আছে, তাদের কাউকে আমরা ছেড়ে আসি নি।”

– সহীহ, মুসলিম

কুরআন ও হাদিসের উপরোক্ত বাণীগুলি এটাই প্রমাণ করে যে, সোনা এবং রূপা মহান আল্লাহ কর্তৃক যথেষ্ট মূল্য সহকারে সৃষ্ট হয়েছে, এবং এই জাগতিক পৃথিবীতে এদের অন্তর্নিহিত মূল্য বজায় থাকার পর পরবর্তী জগতেও সেই মূল্য থাকবে। এই

আয়াতগুলি আরও নির্দেশ করে যে, মহান আল্লাহ, বিজ্ঞতার সাথে সোনা ও রূপাকে অন্যান্য জিনিসের সাথে অর্থ হিসেবে ব্যবহারের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এই পরিষ্কার সত্যটিকে যারা চ্যালেঞ্জ করেন, শেষ বিচারের দিন তাদেরকে তাদের এরূপ মনোভাবের কারণ আল্লাহর সামনে ব্যাখ্যা করতে হবে ।

স্বীয়-মানসম্পন্ন মুদ্রা আজ বিশ্ব-অর্থব্যবস্থা হতে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পবিত্র কুরআনে যে 'মুদ্রা'-র ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, যার মূল্য পরবর্তী জগতেও বহাল থাকবে, সেই রকম 'মুদ্রা'-কে প্রত্যাখ্যান করার জন্য সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে দায়ী থাকতে হবে। কুরআনে উল্লেখিত সেই পবিত্র মুদ্রাব্যবস্থাকে অবজ্ঞা করে তার স্থলে সম্পূর্ণ প্রতারণামূলক ধর্মনিরপেক্ষ বা সেক্যুলার মুদ্রাব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মুসলমানদেরকে এরই মধ্যে ভয়াবহ মূল্য দিতে হচ্ছে।

আমাদের এই বইয়ের লক্ষ্য হলো কিভাবে এবং কেন সুন্নাহ-ভিত্তিক মুদ্রার বিলুপ্তি ঘটলো (বা ঘটানো হলো) তার সংক্ষেপে ব্যাখ্যা দেয়া। আমরা আশা করব যারা এই বইটি পড়বেন, বুঝতে পারবেন, এবং এতে তুলে ধরা যুক্তির সাথে একমত হবেন, তারা যেন মহানবী (সাঃ)-এর নিম্নোক্ত আদেশ অনুযায়ী তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) বলেনঃ আমি আল্লাহর নবীকে বলতে শুনেছিঃ "তোমাদের মধ্যে যদি কেউ কোন খারাপ কাজ দেখে, তাহলে সে যেন আপন হাত দ্বারা তার পরিবর্তন করে; আর যদি সে তা না করতে পারে, তাহলে যেন তা তার জিহবা দিয়ে করে (অর্থাৎ প্রতিবাদ করে); আর সে যদি তাও না করতে পারে, তাহলে সে যেন তা তার অন্তর দিয়ে করে (অর্থাৎ সেই কাজকে ঘৃণা করে); এবং এটা ঈমানের মধ্যে দুর্বলতম (অবস্থা)।"

– সহীহ, মুসলিম

৩॥ শত্রুদের মহা-পরিকল্পনা

আজ পৃথিবীজুড়ে এক বিশাল পরিকল্পনার বাস্তবায়ন চলছে, যা বর্তমান অর্থব্যবস্থার সাথে আন্তর্জাতিক রাজনীতি, অর্থনীতি ও ধর্মের এক সূক্ষ্ম যোগসূত্র বজায় রেখে চলেছে। এক্ষণে আমরা এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করছি।

প্রতিটি ইহুদি শিশু জানে ও বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ ইসরাইলিদেরকে এক ঐশ্বরিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে এমন একজন মানুষ দ্বারা ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটবে যিনি হবেন নবী ও মসীহ, তিনি জেরুজালেমে দাউদ (আঃ)-এর সিংহাসন হতে চিরস্থায়ীভাবে পুরো পৃথিবীকে শাসন করবেন। ইহুদিরা বিশ্বাস করে যে সেখান থেকে যখন ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটবে তখন পৃথিবীতে ইহুদি-বিশ্ব-ব্যবস্থা[১৪] থাকবে এবং জেরুজালেম হবে পৃথিবীর শাসনকেন্দ্র, ঠিক যেমনটি ছিল সুলায়মান (আঃ)-এর সময়ে। তারা বিশ্বাস করে যে, ইহুদি বিশ্ব-ব্যবস্থা, তাদের বিশ্বাসের সত্যতাকেই প্রমাণিত করবে আর সাথে সাথে অন্যান্য যে কোন দাবিকে (যেখানে ইহুদি বিশ্ব-ব্যবস্থাকে অস্বীকার করা হয়েছে) সেই বিশ্ব-ব্যবস্থা মিথ্যা প্রমাণিত করবে।

লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, মুসলমান ও খ্রিস্টানরাও ইহুদিদের মতই একই বিশ্বাস পোষণ করে যে, পৃথিবীর ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটবে একজন মসীহ-র দ্বারা যিনি পবিত্র জেরুজালেম থেকে ন্যায়ের সাথে পৃথিবীকে শাসন করবে। তবে ইহুদিদের সাথে পার্থক্য এই যে, মুসলমান ও খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে যে, ঐশ্বরিক প্রতিশ্রুতিমতে মসীহ হবেন ঈসা (আঃ), যিনি কুমারী মেরি (বিবি মরিয়ম)-এর পুত্র। তারা উভয়েই বিশ্বাস করে, তাঁকে যখন ক্রুশবিদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছিল তখন তাকে উর্ধ্বলোকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল, এবং ঐশ্বরিক প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যখন সময় আসবে তখনই তিনি জেরুজালেম থেকে পৃথিবীকে শাসনের জন্য নেমে আসবেন।

কুরআনও তার এই প্রত্যাবর্তনের ঘটনাকে ব্যাখ্যা করে। কুরআন বলে যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয় নি, বরং মহান আল্লাহ এমন ব্যবস্থা করেছিলেন যেন তা তাঁর শত্রুদের চোখে এরকমই মনে হয়েছিল:

"তারা (গর্বভরে) বলল যে: 'আমরা মরিয়মের পুত্র, আল্লাহর রাসূল ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি'। কিন্তু তারা তাকে হত্যা করে নি, তাকে ক্রুশবিদ্ধও করে নি, কিন্তু তাদের কাছে যেন তেমন মনে হয় (যে তারা তাকে হত্যা করেছে) তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, আর যারা এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে, তাদের মন কোন (নিশ্চিত) জ্ঞান ছাড়াই সন্দেহে ভরা, কেবল অনুমানের উপর নির্ভরশীল, এটা নিশ্চিত যে তারা তাকে

---

[১৪] অর্থাৎ ইহুদিরা পৃথিবীকে শাসন করবে, এখন যেমন তা করে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা।

হত্যা করেনি। না, আল্লাহ তাকে তাঁর নিজের কাছে উঠিয়ে নিলেন; আর আল্লাহ তাঁর ক্ষমতায় মহান, বিজ্ঞ।”

– কুরআন, নিসা, ৪:১৫৭-১৫৮

খ্রিস্টানরা কুরআনের এই ঘোষণাকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে এ বিশ্বাস ধরে রেখেছে।

ইহুদিরা, অপরদিকে ঈসা (আঃ)-কে মসীহ হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং একজন মসীহ-এর জন্য অপেক্ষা করে আছে যিনি ইহুদিদের জন্য পবিত্র-ভূমিকে (জেরুজালেম) মুক্ত করে দেবেন; যিনি তাদেরকে গোটা পৃথিবী থেকে ফেরত নিয়ে আসবেন যেন তারা জেরুজালেমকে নিজেদের অধিকারে নিয়ে নিতে পারে; এবং যিনি পবিত্র-ভূমিতে পবিত্র রাষ্ট্র ইসরাইলের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন (যা নবী দাঊদ (আঃ) ও সুলায়মান (আঃ) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন), এবং সবশেষে ইসরায়েলকে পৃথিবীর নিয়ন্তা-রাষ্ট্রে পরিণত করবেন। সেই মসীহ তারপর ইহুদি-বিশ্ব-ব্যবস্থার দ্বারা জেরুজালেম হতে পৃথিবীকে শাসন করবেন এবং ইহুদিদের স্বর্ণালি যুগকে ফিরিয়ে আনবেন।

সময় বয়ে যাওয়ার সাথে বিশ্বজুড়ে বেশ কিছু ঘটনার রহস্য উন্মোচিত হচ্ছে যা ইহুদিদের দাবির সত্যতার দিকে ইঙ্গিত করে বলে মনে হতে পারে। আমরা জানি পবিত্র-ভূমি মুক্ত হয়েছিল ১৯১৭ সালে। তারপর পৃথিবীবাসী প্রত্যক্ষ করেছে, কিভাবে ইহুদিরা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ হতে মুক্ত-ভূমিকে নিজেদের বলে দাবি করার জন্য সেখানে ফিরে এসেছে, যেখান থেকে প্রায় ২০০০ বছর আগে এক ঐশ্বরিক আদেশে তারা বিতাড়িত হয়েছিল। এরপর ১৯৪৮ সালে বর্তমান (দখলদার) ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়, এবং সেই ইসরাইল ক্রমান্বয়ে পৃথিবীর মহাশক্তিধর (Super-Power) রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে, এটাই ইহুদিদের দাবিকে প্রতিষ্ঠা করে। এই পুরো সময় জুড়েই ইহুদি-খ্রিস্টান মিত্রশক্তি (যারা আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার রূপকার), এক নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার পথে মসৃণভাবে এগিয়ে গিয়েছে। এসকল ঘটনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে পৃথিবীর নিয়ন্তা-রাষ্ট্র হিসেবে ইসরায়েলের অভিষেক এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। এরই সাথে ইসরায়েলের একজন শাসক জেরুজালেম-কেন্দ্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থার প্রধান হবেন এবং তারপরই তিনি (ইহুদিদের) সেই প্রতিক্ষিত দাবিটি করবেন যে তিনিই সেই মসীহ, যার আগমনের জন্য ইহুদিরা শতাব্দির পর শতাব্দি অপেক্ষা করেছিল।

ইহুদিরা সত্য মসীহ [ঈসা (আঃ)]-কে প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই মহানবী (সাঃ) জানিয়েছেন যে আল্লাহ, (যিনি যেকোন ঘটনা ঘটার পূর্বেই তার জ্ঞান রাখেন)

তাদের এই প্রত্যাখ্যানের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এক নকল বা ভন্ড মসীহ[১৫] তৈরি করেছেন। মহানবী (সাঃ) আরও বলেছেন, মহান আল্লাহ ভন্ড মসীহ দাজ্জালকে এমন সময়ে পৃথিবীতে ছেড়ে দেবেন যখন দাজ্জাল ও আমাদের সময়ের মাত্রা[১৬] ভিন্ন হবে, এরপর যখন দাজ্জাল আমাদের সময়ের মাত্রায় প্রবেশ করবে, তখনই সে একজন মানুষ হিসেবে আমাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করবে। এর আগে পুরো সময় জুড়েই দাজ্জাল বা ভন্ড মসীহ-এর চেষ্টা থাকবে একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলা যার মাধ্যমে একসময় সে জেরুজালেম হতে পুরো পৃথিবীকে শাসন করতে পারবে।

মহানবী (সাঃ)-এর জীবনে এমন ঘটনা আছে যা নির্দেশ করে যে, তিনি মদিনায় হিজরত করার পর, যখন সেখানকার ইহুদিরা তাঁকে সত্য নবী হিসাবে ও কুরআনকে মহান আল্লাহর বাণী হিসাবে মানতে অস্বীকার করল, তার পরপরই ভন্ড মসীহকে পৃথিবীতে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। 'পবিত্র কুরআনে জেরুজালেম' বইটিতে এর বিস্তারিত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

মহানবী (সাঃ) আরও বলেছেন যে জেরুজালেম হতে পৃথিবীকে শাসনের লক্ষ্য সফল করতে দাজ্জালের সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্রটি হবে মানুষের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তিকে অন্ধ করে ফেলা যেন তারা তার ধূর্ত কৌশলকে ধরতে না পারে, এবং তার প্রতারণার খপ্পরে পড়ে।[১৭] মহানবী (সাঃ) জানিয়েছেন, সমগ্র মানবজাতির উপর তার স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য দাজ্জাল যে বিরাট কৌশল অবলম্বন করবে তার অস্ত্র হবে 'রিবা'। যারা তাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করবে তাদেরকে সে রিবার মাধ্যমে দারিদ্রের ফাঁদে বন্দি করে ফেলবে, আর যারা তাকে গ্রহণ ও সমর্থন করবে তাদেরকে সে সম্পদ দ্বারা শক্তিশালী করবে। সম্পদশালী এই ধনী গোষ্ঠি তখন দাজ্জালের দোসর ও অনুচর হিসেবে ঐ বিশাল গরিব জনগোষ্ঠীকে দাসে পরিণত করবে আর ভন্ড মসীহ-এর পক্ষে তাদেরকে শাসন ও শোষণ করবে।

---

১৫ ভন্ড-মসীহ বা আরবিতে আল-মসীহ আদ্-দাজ্জাল। মুসলমানরা সাধারণত তাকে দাজ্জাল নামেই জানে।

১৬ দেখুন আমাদের বই 'Surah al-Kahf and the Modern Age'-এর দ্বিতীয় অধ্যায়: 'কুরআন ও সময়'।

১৭ দেখুন আমাদের বই 'Surah al-Kahf and the Modern Age'-এর অধ্যায়ঃ 'Moses and Khidr'

৪॥ ইহুদি-খ্রিস্টান মিত্রশক্তির মহা-পরিকল্পনা

কুরআন পরিষ্কারভাবে মুসলমানদেরকে *সেই সকল* ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে মিত্রতা ও বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করেছে, যারা নিজেদের মধ্যে (অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক) বন্ধুত্ব ও মিত্রশক্তি গড়ে তোলে। নিম্নে সুরা মায়িদাহ্‌র অতি গুরুত্বপূর্ণ আয়াতে তাই বলা হয়েছে:

"তোমরা যারা বিশ্বাস এনেছ (আল্লাহর উপর) তারা ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না, তারা নিজেরা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন লোককে পথ প্রদর্শন করেন না যে এরকম জুলুম (ধৃষ্টতা, শয়তানি) করে।"

– কুরআন, মায়িদাহ, ৫:৫১

আমরা ঠিক এমনই এক পৃথিবীতে বাস করছি যেখানে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ইহুদি-খ্রিস্টান মিত্রশক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। এই মিত্রপক্ষই আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা সৃষ্টি করেছে এবং ন্যাটো, ই-ইউ ও জাতিসংঘের মত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পৃথিবীকে শাসন করছে। এই মিত্রপক্ষই এক নতুন মুদ্রা ও অর্থব্যবস্থা তৈরি করেছে যার মাধ্যমে নিজেরা অবৈধভাবে ধন-সম্পদের মালিক হয়েছে, আর পৃথিবীর বাকি অংশকে দারিদ্রসীমার নিচে চলে গিয়ে এর খেসারত দিতে হচ্ছে। এটা সেই ইহুদি-খ্রিস্টান মিত্রশক্তি যারা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (International Monetary Fund, I.M.F) গঠন করেছে। পাঠক এবার নিজেকে প্রশ্ন করুন, উপরে কুরআনের আয়াতটি কি মুসলমানদের এমন কোনো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য হতে বৈধতা দেয়, যা ইহুদি-খ্রিস্টান মিত্রশক্তি দ্বারা সৃষ্ট ও পরিচালিত। উত্তরটি পরিষ্কার - 'না'।

এক অভিজাত ধনী সম্প্রদায় আজ পৃথিবীর দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে শাসন করে, এবং ধনী দেশগুলি পৃথিবীর বাকি অংশকে শাসন করছে। এরসাথে, পৃথিবীজুড়ে অভিজাত ধনী শাসকেরা এক জামাত (দল) গঠন করেছে, এবং তাদের একজন নেতা বা আমিরের আবির্ভাবের পথ সুগম হয়েছে। এই আমিরই হবে সেই ব্যক্তি যে জেরুজালেম হতে পৃথিবীকে শাসন করবে এবং সে-ই হবে ভন্ড মসীহ অর্থাৎ দাজ্জাল।

আধুনিক যে বিশ্ব-ব্যবস্থা প্রায় পুরো মুসলিম বিশ্বকে শাসন করছে, তার পিছনের মূল হোতা হচ্ছে দাজ্জাল, ভন্ড মসীহ। যারা এটা শনাক্ত করতে পারছে না তারা কুরআনের ঐ আয়াতটির বিরোধিতা করে, যেখানে ইহুদি-খ্রিস্টান মিত্রপক্ষের সাথে কোন

বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে বা বজায় রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। এরকম মানুষেরা যতদিন মুসলিমদেরকে শাসন করবে, ততদিন মহানবী (সাঃ)-এর উম্মত সীমাহীন দারিদ্রের মাঝে বন্দি থাকবে এবং তারা ঐ লোকদের প্রতিহত করতে পারবে না যারা ইসরায়েলের পক্ষ নিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে আসছে।

আমরা এখন রিবার একটি প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা দেব, যাতে দেখা যাবে কিভাবে দাজ্জাল তার সমর্থকদেরকে অর্থসম্পদ দ্বারা শক্তিশালী করবে আর যারা তাকে বাধা দেবে তাদেরকে দারিদ্রের ফাঁদে ফেলবে। এ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য দাজ্জাল একটি আন্তর্জাতিক মুদ্রাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে যার দ্বারা মুদ্রাকে এমনভাবে দূষিত করা হয়েছে যেন এটাকে এখন ইচ্ছামতো পরিচালনা করা যায় এবং একে বৈধ চুরি, প্রতারণা ও অর্থনৈতিক শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এর একটি সাধারণ রূপ হলো দাসসুলভ মজুরির মাধ্যমে শ্রমের অবমূল্যায়ণ ঘটানো। আজ পৃথিবীজুড়ে তথাকথিত মুক্ত-বাজার অর্থনীতি চালু আছে, তাতে সরকারগুলি শ্রমের একটি সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণ করে দিয়েছে। তারা এটা করেছে এজন্যই যেন তা দাসসুলভ মজুরির ফাঁদে আটকে থাকা শ্রমিকদেরকে বিদ্রোহ করা থেকে দমিয়ে রাখতে পারে।

ইহুদি-খ্রিস্টান মিত্রশক্তি আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থার মাধ্যমে যে বৈধচুরির উপায় বের করেছে, পাঠক তা একটি ঘটনার দিকে দৃষ্টি দিলেই বুঝতে পারবেন। তা ঘটেছিল ১৯৩৩ সালের এপ্রিল মাসে। তখন মার্কিন সরকার একটি আইন পাস করে যার মূল কথাগুলি ছিলো এরকম:

১. জনগণের কাছে আর স্বর্ণমুদ্রা ও সোনার বার জমা রাখা যাবে না।
২. স্বর্ণমুদ্রাকে আর বেচা-কেনার মাধ্যম হিসেবে অর্থাৎ মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।
৩. যদি কারো কাছে একটি নির্দিষ্ট তারিখের পর সোনা পাওয়া যায়, তাহলে তাকে ১০,০০০ ডলার জরিমানা করা হবে, অনাদায়ে ছয় মাসের জেল দেয়া হবে।
৪. যাদের কাছে স্বর্ণমুদ্রা ও সোনার বার আছে তারা তা সরকারকে জমা দিবে এবং এর বদলে (মূল্য হিসেবে) ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক (যা সে সময় একটি বেসরকারি ব্যাংক ছিল) তাদেরকে আউন্স প্রতি ২০ ডলার কাগজে ছাপান মুদ্রা দিবে।

ফলশ্রুতিতে বেশিরভাগ আমেরিকান তাদের সোনার বদলে কাগজি মুদ্রা নেবার জন্য ছুটে যায়। কিন্তু যারা ধরতে পেরেছিল যে এই আইন দ্বারা খুব শীঘ্রই তাদের সম্পদ (অর্থাৎ সোনা) লুটে নেয়া হবে, তারা জমা দেয় নি। বরং তারা তাদের কাগজি

মুদ্রা দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সোনা কিনে রাখে এবং তা সুইস ব্যাংকে[১৮] জমা রাখার জন্য পাঠিয়ে দেয়।

আরও লক্ষ্যণীয় যে, ব্রিটিশ সরকারও একই বছরে একই রকম আইন করে, যার দ্বারা স্বর্ণমুদ্রাকে মুদ্রা হিসেবে ব্যবহারের অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। তারা একটি সাধারণ কৌশল অবলম্বন করেছিল আর তা হলো সাময়িকভাবে কাগজি মুদ্রা মানে পাউন্ড স্টার্লিঙের বিনিময়ে সোনা কেনার সুযোগ নিষিদ্ধ করা।

যাই হোক যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ ডলারের বিনিময়ে সোনা জমা দিয়ে দেয়, তারপরই ১৯৩৪ সালে সেদেশের সরকার অবাধে ৪১% হারে ডলারের মূল্যপতন ঘটায় এবং পূর্বে (১৯৩৩ সালে) সোনার ব্যবহার নিষিদ্ধ ক'রে যে আইন করেছিল সেই আইনকে বাতিল করে। এটা শুনে আমেরিকার জনগণ কাগজের ডলারের বিনিময়ে সোনা কিনতে ভিড় জমায়। কিন্তু এবার প্রতি আউন্স সোনার বিনিময় মূল্য নির্ধারণ করা হয় ৩৫ ডলার করে। অথচ এক বছর আগেই তারা এই সোনা জমা দিয়েছিল প্রতি আউন্স ২০ ডলারের বিনিময়ে। এই প্রক্রিয়ায় তাদের সম্পদের প্রায় ৪১% চুরি করে নেয়া হয়। পাঠক, এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, যখন কাগজের মুদ্রার মূল্যপতন হয় তখন কিভাবে সাধারণ জনগণের সম্পদ বৈধভাবে চুরি করা সম্ভব হয়।

জনগণের সম্পদ এভাবে লুটে নেয়াকে কুরআনে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সূরা নিসা ও সূরা হুদের কিছু আয়াতের কথা বলা যেতে পারে:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ..."

– কুরআন, নিসা, ৪:২৯

"আর হে আমার জাতি, ন্যায়নিষ্ঠার সাথে ঠিকভাবে পরিমাপ কর ও ওজন দাও এবং ন্যায্য পাওনার তুলনায় কম দিয়ে (যেমন শ্রম, জিনিস, সম্পদ ইত্যাদির মূল্য) লোকেদেরকে বঞ্চিত করো না। আর দুর্নীতি ও ধ্বংসের উদ্দেশ্যে কোন খারাপ কাজ করো না।"

– কুরআন, হুদ, ১১:৪৫

প্রতারণার উপর ভিত্তি করে সকল লেন-দেন, যেমন কারো লুটে নেয়া সম্পদ অথবা অন্যায্য মুনাফা অর্জন করা, ইত্যাদিকে মহানবী (সাঃ) রিবা[১৯] বলে আখ্যাত করেছেন।

---

[১৮] সুইজারল্যান্ডের একটি আন্তর্জাতিক ব্যাংক।

[১৯] দেখুন টীকা ২।

১৯৩৩-৩৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ঘটনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে ওটা ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের একটি 'মহড়া' ছিল মাত্র – এটা দেখার জন্য যে কিভাবে একটি নতুন মুদ্রাব্যবস্থার মাধ্যমে অপ্রস্তুত পৃথিবী হতে বিপুল সম্পদ নিজেদের কাছে সরিয়ে আনা যায়। সম্পদ সরানোর এই কাজটি করা হয় মূল্যহীন কাগজকে মুদ্রা (টাকা, ডলার, পাউন্ড ইত্যাদি) বানিয়ে, আর তারপর সমস্ত মানবজাতিকে এটা ব্যবহার করতে বাধ্য করানোর মাধ্যমে। মুদ্রাব্যবস্থা যারা নিয়ন্ত্রণ করে তারা এরপর নির্দিষ্ট কিছু দেশের মুদ্রাকে লক্ষ্য বানালো এবং ঐ মুদ্রাগুলির অবমূল্যায়ন ঘটাতে বাধ্য করলো। যখনই ঐ মুদ্রার মূল্য কমতে থাকলো তখনই ঐ দেশের (বিপদ সম্বন্ধে অজ্ঞ) জনগণ বিপুল সম্পদ হারাতে থাকল, আর তাদের এই সম্পদহানি অপরপক্ষকে দ্রুত বিপুল সম্পদের মালিক বানিয়ে ফেললো।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঐ ঘটনাটির দুবছর আগে, ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, ব্রিটিশ পাউন্ডের প্রায় ৩০% অবমূল্যায়ন ঘটে এবং ১৯৩৪ সালের মধ্যে তা বেড়ে ৪০% হয়। ফ্রান্সেরও একই অবস্থা হয়, সেদেশের মুদ্রা ফ্র্যাঙ্ক-এর প্রায় ৩০% অবমূল্যায়ন ঘটে, ইটালির লিরা-এর অবমূল্যায়ন হয় ৪১% এবং সুইজারল্যান্ডের ফ্র্যাঙ্ক-এর ৩০% অবমূল্যায়ন ঘটে। ইউরোপের বেশিরভাগ দেশের একই অবস্থা হয়। গ্রীস বাকি ইউরোপকে ছাড়িয়ে যায়, তাদের মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটে ৫৯%।

১৯৩০ সালের ঐ পলিসি যাতে মুদ্রার অবমূল্যায়নের মাধ্যমে রপ্তানি সামগ্রির মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়ানোর চিন্তা করা হয়েছিল তা এক ভিন্ন ফলাফল বয়ে আনে। এই পলিসির কারণে জাতীয় আয় দ্রুত কমে যায়, চাহিদা কমে যায়, বেকার সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে এবং বিশ্ব-বাণিজ্যে চরম মন্দা দেখা দেয় – এই পরিস্থিতিকে তখন নাম দেয়া হয় 'গ্রেট ডিপ্রেশন' (Great Depression)। আসলে এটি একটি আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থা গঠনের পথ সুগম করে। তবে উদ্দেশ্য ছিল মুদ্রাব্যবস্থা ও অর্থনীতিতে চলমান মন্দাভাব প্রশমন করে লোক-দেখানো শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা। অন্যভাবে বলা যায়, 'গ্রেট ডিপ্রেশন' ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি করা হয়েছিল, যার মূল ফন্দি ছিল এর মাধ্যমে মুদ্রা জগতে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার জন্য একটি আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থা গঠনে সবার সমর্থন আদায় করে নেওয়া।

ইউরোপিয়ান দেশগুলির মধ্যেও প্রায় একই সময়ে (প্রতারণার উদ্দেশ্যে) তাদের নিজ নিজ মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটে। এসব দেশের মধ্যে এ ব্যাপারে যে সন্দেহজনক ও অস্বাভাবিক সহযোগিতা ছিল তা দেখে মুসলিমদের সতর্ক হওয়া উচিত ছিল যে, ইউরোপীয় ইহুদি-খ্রিস্টান জোটের কাগজি মুদ্রাভিত্তিক অর্থব্যবস্থা তাদের জন্য ভয়াবহ বিপদ বয়ে আনবে।

ইহুদি-খ্রিস্টান জোট ব্রেটন উড্‌সে 'কাগজি মুদ্রা'-ভিত্তিক আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। এ চুক্তিতে তারা আমেরিকান ডলার ও সোনার মধ্যেকার

সম্পর্ক ব্যবহার করে অনেকটা শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতই একটি সত্যকে আড়াল করে, আর তা হলো - এখন থেকে কাগজ ছাপিয়ে মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করা যাবে এবং এরকম কাগজি মুদ্রা জমা দিয়ে পুনরায় আসল মুদ্রা (অর্থাৎ অন্তর্নিহিত মূল্য-সম্পন্ন মুদ্রা) কেনা যাবে না। এই ব্রেটন উড্‌স চুক্তিই পরবর্তীতে ১৯৪৪ সালে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আই-এম-এফ) গঠনের পথ সুগম করে দেয়, যার বাহ্যিক উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থা তথা অপরিশোধ্য কাগজি মুদ্রার পরিচালনা করা। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী সোনার পরিবর্তে মার্কিন ডলার ফেরত দেয়ার যে চুক্তিগত বাধ্যবাধকতা ছিল, ১৯৭১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেটিও পরিত্যাগ করে। আর এর মাধ্যমে তাদের পরিকল্পনার শেষ ছদ্মবেশটিও সরে যায়।

এটা খুবই আশ্চর্যজনক যে নতুন প্রতারণামূলক মুদ্রাব্যবস্থার বিরুদ্ধে মুসলিমদের সতর্ক করার জন্য ইসলামি পন্ডিতরা তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন নি। মার্কিন ডলারের মাধ্যমে এই প্রতারণাকে ঢেকে রাখলেও ১৯৭১ সালে তাও সরিয়ে ফেলা হয়। ভাবতে অবাক লাগে, তারপরও কিভাবে তারা বৈধ চুরির ব্যাপারে অন্ধ থাকেন? আজও ইসলামের বুদ্ধিজীবিরা আধুনিক মুদ্রাকে ‘হারাম’ আখ্যা দিতে ব্যর্থ হচ্ছেন। ফলশ্রুতিতে পুরো মুসলিম বিশ্ব ইহুদি-খ্রিস্টান গোষ্ঠির অন্ধ অনুকরণ করে চলেছে এবং তাদের তৈরি করা মুদ্রাব্যবস্থার চোরাগর্তে[২০] ঢুকে যাচ্ছে।

ইউরোপিয়ান ইহুদি-খ্রিস্টান গোষ্ঠি যখন পৃথিবীর বাকি উপনিবেশগুলিকে ভেঙ্গে স্বাধীন করে ফেললো তখন তারা এ ব্যাপারটি নিশ্চিত করলো যেন এই ঔপনিবেশিকতা হতে মুক্ত অ-ইউরোপিয় পৃথিবী আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সদস্য হতে বাধ্য হয়, যেন তাদেরকে এই নতুন মুদ্রাব্যবস্থার মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলা যায়।

আই-এম-এফের লিখিত আইনে সোনার মুদ্রা হিসেবে ব্যবহারকে নিষিদ্ধ করা হয়।[২১] মার্কিন ডলার বাদে অন্য যে কোন কাগজি মুদ্রার সাথে সোনার বিনিময় নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে এটি করা হয়। চুক্তির ৪ নং অনুচ্ছেদের ২(খ) ধারায় বলা হয়:[২২]

---

২০ মহানবী (সাঃ) ভবিষ্যত-বাণী করেছিলেন যে তার উম্মত (শেষ যুগে) ইহুদি ও খ্রিস্টানদের এমনভাবে অনুকরণ করবে যে ইহুদি ও খ্রিস্টানরা কোন সরীসৃপের গর্তে প্রবেশ করলে তারাও (মুসলিমরা) সেই কাজ করবে।

২১ লেখকের ওয়েবসাইটের নিয়ন্ত্রক লেখককে জানিয়েছেন যে আই-এম-এফ থেকে কেউ একজন নিয়মিত তার ওয়েবসাইটে প্রবেশ করেন। লেখক ঐ ব্যক্তিকে আহবান জানান যদি তিনি লেখকের কোন বিষয়ে ভুল ধরতে পারেন তাহলে যেন তা ঠিক করে দেন।

২২ “exchange arrangements may include (i) the maintenance by a member of a value for its currency in terms of the special drawing right or another denominator, other than gold, selected by the member, or (ii) cooperative arrangements by which members maintain the value of their currencies in relation to the value of the currency or currencies of other members, or (iii) other exchange arrangements of a member's choice.”

"বিনিময় ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে – (১) সদস্যদেশ তাদের মুদ্রার মান নিয়ন্ত্রণ করবে সোনা ব্যতীত অন্য কোন কিছু দ্বারা, অথবা সদস্য কর্তৃক নির্ধারিত অর্থ তুলে নেয়ার মাত্রার ভিত্তিতে, অথবা (২) এক দেশ আরেক দেশের সাথে পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে তাদের মুদ্রার মান নিয়ন্ত্রণ করবে, অথবা (৩) সদস্যের ইচ্ছা অনুযায়ী অন্য কোন বিনিময় ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের মুদ্রার মান নিয়ন্ত্রণ করবে।"

২০০২ সালের এপ্রিল মাসে, মার্কিন কংগ্রেসের প্রতিনিধি রন পল ইউ-এস ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট ও ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে (যেটা ঘটনাক্রমে একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংক ছিল) নিচের চিঠিটি পাঠান, যাতে তিনি প্রশ্ন করেন কেন আই-এম-এফ তার সদস্য দেশগুলিতে স্বর্ণ-ভিত্তিক মুদ্রাকে নিষিদ্ধ করেছে?

জনাব,

আমি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আই-এম-এফ)-এর চুক্তিপত্রের ৪র্থ অনুচ্ছেদের ২-এর খ ধারা সম্পর্কে লিখছি। আপনি অবহিত আছেন যে, এই অনুচ্ছেদ মুদ্রাকে সোনার সাথে সম্পর্ক স্থাপনে আই-এম-এফের সদস্য দেশগুলিকে নিষেধ করে। এভাবে আই-এম-এফ ক্রটিযুক্ত অর্থব্যবস্থার দেশগুলিতে তাদের মুদ্রাকে স্থিতিশীল করতে সবচেয়ে কার্যকরী পদক্ষেপটি নিতে বাধা দিচ্ছে। এ নীতি অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্থ করবে, অর্থনৈতিক মন্দা প্রশমনকে গতিহীন করবে, আর এভাবে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাই বৃদ্ধি পাবে। আমি খুবই প্রশংসা করবো যদি ট্রেজারি ও ফেডারেল রিজার্ভ এই কারণটির ব্যখ্যা দেয় যে কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই ক্রটিযুক্ত নীতিটি মেনে চলেছে ও বহাল রেখেছে। এই অনুরোধ সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে চাইলে অনুগ্রহ করে আমার আইনবিষয়ক পরিচালক নরম্যান সিংগলটন-এর সাথে যোগাযোগ করুন।

আপনার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ,

রন পল
ইউ-এস হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভ

পাঠক, এটা জানা জরুরি যে, ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক কিংবা মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট কেউই আজ পর্যন্ত এই ব্যখ্যা দেবার অনুরোধে কোন সাড়া দেয় নি। তাদের সাড়া না দেয়ার একটি ব্যাখ্যাই থাকতে পারে, তাহলো আই-এম-এফের মাধ্যমে যে মুদ্রাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তার আসল পরিকল্পনা ছিল মানবজাতির সম্পদ লুটে নেয়া এবং কালক্রমে ঐ সব জনপদের উপর অর্থনৈতিক দাসত্ব চাপিয়ে দেয়া, যাদেরকে

ইহুদি-খ্রিস্টান মিত্র টার্গেট করেছে (কারণ তারা তাদের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে)।

আই-এম-এফের মাধ্যমে বিশ্বে এমন একটি নতুন মুদ্রাব্যবস্থা গড়ে ওঠে যার মাধ্যমে এক নতুন ও অদ্ভুত অর্থনৈতিক সংজ্ঞার প্রচলন ঘটে। মুসলিমরা এগুলির অনেক নিয়মকেই নিজেদের সাথে সংঘাতমূলক বলে আবিষ্কার করেছে যার সাথে পূর্বে তাদের কোনো পরিচয় ছিল না। আঞ্চলিক (কাগজি) মুদ্রা যেটা কোন দেশের অভ্যন্তরিন লেন-দেনের জন্য ছাপানো হয়, তার সাথে আকাশ-পাতাল তফাত রয়েছে সেই কাগজি মুদ্রার যা দেশের বাইরের লেন-দেনের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিময়ে ব্যবহার করা হয়। সেকারণে, যদি মালয়েশিয়ার মুসলিমরা তাদের প্রতিবেশি দেশ ইন্দোনেশিয়ার মুসলিমদের কাছে তাদের পণ্য বিক্রি করতে চায়, তাহলে ইন্দোনেশিয়ানদেরকে সেই বিনিময়ের জন্য অন্য কোন বৈদেশিক মূদ্রার উপায় খুঁজতে হবে। কিন্তু এরকম বৈদেশিক বিনিময়, বাস্তব ক্ষেত্রেই ইউরোপীয় কাগজি মুদ্রা নতুবা মার্কিন ডলারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এভাবেই ফাঁদ পাতা হয় যেন ইউরোপীয় মুদ্রা ও মার্কিন ডলারের চাহিদা বজায় থাকে ও তা 'উচ্চমানের মুদ্রা'য় (ও চাহিদার) রূপ নেয়। এই চাহিদা বজায় রাখার জন্য ইহুদি-খ্রিস্টান গোষ্ঠিকে শুধু তাদের ঐ মুদ্রাগুলিকে ছাপিয়ে ব্যবহারোপযোগী করে তুলতে হয়। আর এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারা শূন্য হতে বিনাশ্রমে যত খুশি সম্পদ তৈরি করতে পারে।

পুরো ব্যবস্থাটির পিছনে আরও একটি দুষ্ট চক্রান্ত ছিল আর তা হলো অন্যদের তুলনায় পশ্চিমা ও তার সমগোত্রিয় মুদ্রার মান বাড়িয়া তোলা। টার্গেটকৃত দেশের মুদ্রাকে প্রভাবিত করে, কিংবা বাধ্যতামূলকভাবে তার অবমূল্যায়ন ঘটিয়ে সেটা করা হয়। যখন ঐ দেশগুলির মুদ্রার মান পড়ে যায়, তখন দেশগুলির সাধারণ জনগণের বিপুল সম্পদ ঐ বিশেষ বিত্তবান গোষ্ঠির কাছে চলে যায়। শিকারে পরিণত হওয়া দেশগুলির শ্রমিকেরা ক্রীতদাসসুলভ মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হয়। এসব দেশ তখন আই-এম-এফ ও তার সমগোত্রিয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান (যারা সর্বদা গরীব দেশের অর্থনীতির উন্নয়নে যাবতীয় ঋণ সহায়তা দিতে প্রস্তুত থাকে!!) থেকে ঐ উচ্চমানের মুদ্রার (তথা ডলারের) মাধ্যমে ঋণ নিতে বাধ্য হয়। যতই তাদের নিজেদের মুদ্রার মান কমতে থাকে, ততই ঐ ঋণ, সুদসহ পরিশোধ করা তাদের জন্য কঠিন থেকে কঠিনতর হতে থাকে। আসলে আই-এম-এফ-কেন্দ্রিক এই পুরো মুদ্রাব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল এরকম ফলাফল অর্জনের জন্যই। ক্রমশঃ চিহ্নিত দেশগুলি বিশাল ঋণের ফাঁদে আটকা পড়ে, তাদের সম্পদ শুঁষে নেয়া হতে থাকে, তারা তাদের নিয়ত মূল্য হারাতে থাকা মুদ্রার মাধ্যমে ঋণ শোধ করার সংগ্রাম করে, এবং কালক্রমে দরিদ্র হতে দরিদ্রতর হতে থাকে। সম্মানিত পাঠক তাদের এই পরিণতি কোন দুর্ঘটনার কারণে হয় নি, কিংবা কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে হয় নি। এটা ছিল এক পরিকল্পনারই অংশ!

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, কাগজি মুদ্রার নতুন আন্তর্জাতিক মুদ্রাব্যবস্থা, 'আংশিক মজুদ-ভিত্তিক ব্যাংকিং-কে'[২৩] জনপ্রিয় করে তোলে। এ ধরনের ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে তারা সুদের বিনিময়ে এমন পরিমাণ অর্থ ঋণ দিতে পারে যে অর্থ তাদের নিজেদের কাছেই নেই। এটাই হলো বৈধভাবে প্রতারণার একটা বিশাল উপায়। আমাদের সন্দেহ হয় যে, ইসলামের মুফতিরা 'আংশিক মজুদ-ভিত্তিক ব্যাংকিং' কী তা-ই জানেন না, অথবা এই বইটিতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা অর্থনীতির যে ইতিহাস সংক্ষেপে বলা হয়েছে তা সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখেন না। অদূর ভবিষ্যতে যখন 'ইলেক্ট্রনিক মুদ্রা' সম্পূর্ণরূপে কাগজি মুদ্রার স্থান নিয়ে নেবে ও প্রতারণামূলক মুদ্রাব্যবস্থা পুরোপুরিভাবে সমৃদ্ধি লাভ করবে, আমরা ভয় করি যে তখনও ঐ মুফতিরা একইভাবে 'ইলেক্ট্রনিক মুদ্রা'-কে হালাল বলে ঘোষণা দেবেন।

আই-এম-এফ সৃষ্টির একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল মুদ্রা বিনিময়ের উপর সব রকম বিধি-নিষেধকে প্রতিরোধ করা, কারণ এই নিষেধাজ্ঞা টার্গেটকৃত দেশের মুদ্রার (সবসময়) অবমূল্যায়ন ঘটাতে বাধা দেয়। তাই আই-এম-এফের চুক্তিপত্রে বলা হয় "(এটির লক্ষ্য হলো) বৈদেশিক বিনিময়ের প্রতিবন্ধকতা দূর করা যা বিশ্ব বাণিজ্যের প্রসারকে বাধাগ্রস্থ করে।"[২৪] আর যখন বৈদেশিক বিনিময়ের বাধাগুলি দূর হবে তখনই তা চিহ্নিত দেশগুলিতে অর্থনৈতিক আঘাত হানার পথ পরিষ্কার করে দেবে। ঐসব দেশের মুদ্রার মান নেমে যাবার সাথে সাথে ধনী দেশগুলির বিপুল লাভের সুযোগ তৈরি হবে।

ব্রেটন উড্স কনফারেন্সের মাধ্যমে যে আন্তর্জাতিক মুদ্রাব্যবস্থার সূচনা হয় তা ইতোমধ্যে প্রায় পুরো মুসলিম বিশ্বসহ মানবজাতির বিশাল অংশকে শৃঙ্খলবদ্ধ করে ফেলেছে। এটা তাদেরকে চিরস্থায়ীভাবে গরিবে পরিণত করেছে আর অনেককে নিঃস্ব করে ফেলেছে। অবশ্য যখন ইলেক্ট্রনিক মুদ্রা কাগজি মুদ্রার স্থান নিয়েনেবে তখন সেটাই হবে অর্থনৈতিক দাসত্বের চূড়ান্ত পরিণতি। যদি মুসলিমরা এমন কোন ঐশ্বরিক সাহায্যের প্রত্যাশা করে যা তাদেরকে এই অর্থনৈতিক দাসত্ব হতে মুক্ত করবে তাহলে তাদেরকে অবশ্যই সঠিকভাবে এই সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে? সেই মোকাবিলার স্বরূপ কি হবে? তারা কোন্খান হতে শুরু করবে?

---

[২৩] আংশিক মজুদ-ভিত্তিক ব্যাংকিং (Fractional Reserve Banking): যে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ব্যাংক যে পরিমাণ ঋণ দেয়, তার একটা ক্ষুদ্র অংশ কেন্দ্রিয় ব্যাংকের কাছে মজুদ রাখে। সাধারণত তারা ১ টাকা মজুদ রেখে ১০ টাকা ঋণ দিতে পারে।

[২৪] "assist in the . . . elimination of foreign exchange restrictions which hamper the growth of world trade."

৫॥ আমাদের জবাব

যখনই কোন মুসলিম সমাজ ইহুদি-খ্রিস্টান মিত্রশক্তির অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে আবিষ্কার করে যে তারা মহানবী (সাঃ)-এর একটি সুন্নাতকে পরিত্যাগ করেছে, তখন ঐরকম অনুকরণ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং ঐ সুন্নাত পুনরায় পালন করা তাদের জন্য অবশ্য করণীয় হয়ে পড়ে। আর যদি ঐ সুন্নাতের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে কুরআনের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে তাহলে তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর কাছে এরকম অন্যায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে এবং পরিত্যক্ত ঐ সুন্নাতকে পালন করার জন্য সংগ্রাম করতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো তারা কিভাবে ঐ সংগ্রাম চালাবে? এব্যাপারে তাদের কি করা উচিত?

প্রথম ধাপঃ

সোনা ও রূপার মুদ্রার মাধ্যমে মুসলিমরা তাদের ধর্মীয় কাজগুলি করতে পারে, যেমন যাকাত প্রদান, বিয়ের মোহরানা আদায়, হজ্জের ব্যয় বহন করা ইত্যাদি। উপরন্তু এরকম মুদ্রা তার নিজস্ব মান ধরে রাখে বলেই ধনীরা তাদের সম্পদকে এগুলিতে রূপান্তর করে, এবং সম্পদের মূল্যের নিরাপত্তা বিধান করে। তবে সোনাকে মুদ্রা হিসাবে বাজারে ব্যবহার করলেও তা গরিব ও নিঃস্ব জনগণের উপকারে আসে না, কারণ মাত্র একটি সোনার দিনার কেনা বা সংরক্ষণ করাই তাদের জন্য কষ্টসাধ্য। তবুও সোনার দিনার ও রূপার দিরহাম বাজারে লেন-দেনের জন্য যখন উন্মুক্ত করা হবে তখন তা অবশ্যই সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখবে।

যখন সোনা ও রূপার মুদ্রা বাজারে ‘বিনিময়ের মাধ্যম’ ও ‘মূল্যের পরিমাপক’ হিসেবে প্রবেশ করবে, তখন সুন্নাহ-ভিত্তিক মুদ্রা পুরোপুরিভাবে চালু হবে। এরকম মুদ্রা সাথে সাথেই কাগজি মুদ্রার প্রতারণাকে উন্মোচিত করে ফেলবে। আমাদের ধারণা, যখন সোনা ও রূপাকে বৈধ লেন-দেনের মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য আমরা সংগ্রাম করব, তখন পৃথিবীর শাসনকারী ইহুদি-খ্রিস্টান মিত্রশক্তি, এবং মুসলিম দেশে তাদের দোসর, আর সর্বোপরি ব্যাংকিং মহল, সর্বশক্তি দিয়ে তা প্রতিহত করার চেষ্টা করবে।

মুদ্রাব্যবস্থার এই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে ইসলামের মৌলিক প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত এখনকার লেন-দেনের বৈধ আইনের উপর দৃষ্টিনিবদ্ধ করা যা লেন-দেনের মাধ্যম হিসাবে সোনা ও রূপার মুদ্রার ব্যবহারকে নিষিদ্ধ করেছে। সাধারণ মানুষকে দ্রুত উদ্বুদ্ধ করা উচিত যেন তারা একটি প্রশ্নই করেঃ “কেন মুদ্রা হিসেবে স্বর্ণমুদ্রার ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে?”। সম্ভবত পৃথিবীর কোন সরকারই এটার উত্তর দিতে পারবে না,

কারণ এ প্রশ্নের উদ্ভব যার কারণে হয়েছে সেই আই-এম-এফ নিজেই এর কোন উত্তর দিতে পারে নি।

এরকম অনৈতিক ও শোষণমূলক আইনের বিরুদ্ধে আমাদের যে প্রতিক্রিয়া বা সংগ্রাম হওয়া উচিত তা অবশ্যই সুন্নাহ মোতাবেক হতে হবে, যেভাবে মহানবী (সাঃ) নিজে বিভিন্ন শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। এরকম সুন্নাহ আমাদের এটাই শেখায় যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রথম ধাপ হলো জনসাধারণকে এ বিষয়ে শিক্ষাদান করা ও সচেতন করে তোলা। আর এ বইটি এ উদ্দেশ্যেই লেখা হয়েছে।

তারপরও মুদ্রাব্যবস্থায় কাগজি মুদ্রার প্রতারণামূলক বৈশিষ্ট্য অনেক মুসলমানই বিশ্বাস করতে পারবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত স্বয়ং উলামারা (ইসলামের পন্ডিতরা) এটি বুঝতে না পেরে এরকম মুদ্রাকে বৈধ বলতে থাকবেন। এসকল মুসলমানের জন্য সেই হাদিসটি সহায়ক হতে পারেন যেখানে মহানবী (সাঃ) এমন যুগ সম্বন্ধে সতর্ক করেছেন যখন উলামারা এমন পরিমাণে ইসলামের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে যে তারাই হবে 'আকাশের নিচে সবচেয়ে খারাপ মানুষ', এবং নাম ব্যতীত ইসলামের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

"খুব শীঘ্রই এমন সময় আসবে যখন নাম ছাড়া ইসলামের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, এবং লেখার ছাপ ছাড়া কুরআনের আর কিছুই থাকবে না। (সে সময়) তাদের মসজিদ হবে সুরম্য ইমারত, কিন্তু তা পথ-প্রদর্শন করবে না। এবং (সে সময়) 'উলামা'-রা হবে আকাশের নিচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি। তাদের মধ্য হতে ফিতনার উদ্ভব ঘটবে, আর তাদের মধ্যেই তা ফিরে যাবে।"

– সুনান, তিরমিযী

দ্বিতীয় ধাপঃ

সংগ্রামের পরবর্তী ধাপ হলো প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে কাগজি মুদ্রা বা ইলেক্ট্রনিক মুদ্রাকে পরিহার করা। উদাহরণস্বরূপ, ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপের ধান চাষীদের উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে যেন তারা চালের বিনিময়ে দিনার বা স্বর্ণমুদ্রায় অর্থের দাবী করে। এক্ষেত্রে যদি ক্রেতারা দিনার দিয়ে কিনতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে চাল বিক্রেতারা চাল-কেই বিনিময়ের মাধ্যম অর্থাৎ মুদ্রা হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। চাল-কে মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করা অবশ্যই একটি সাময়িক ব্যবস্থা আর এটা কেবল অল্প পণ্য বা ছোট-খাট ক্রয়ের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। এভাবে, ক্ষুদ্র পর্যায়ের লেন-দেনে হলেও কাগজি মুদ্রা ও ইলেক্ট্রনিক মুদ্রাকে সরিয়ে সুন্নাহ-ভিত্তিক মুদ্রা তার জায়গা করে নিতে পারে।

এটা বলতেই হয় যে, যতদিন ইয়াজুজ ও মাজুজের বিশ্ব-ব্যবস্থা পৃথিবীকে শাসন করছে, ততদিন বিশ্বের শহরগুলি ইলেক্ট্রনিক মুদ্রার ফাঁদে আটকা পড়ে থাকবে।[২৫] তবে মহানবী (সাঃ) এর ভবিষ্যতবাণী পরিপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সুন্নাহ-ভিত্তিক মুদ্রা প্রত্যন্ত গ্রাম হতে শহরের দিকে অগ্রসর হতে পারেঃ

আবু বকর ইবন আবি মরিয়ম হতে বর্ণিত যে, তিনি আল্লাহর নবীকে বলতে শুনেছেন, "*মানবজাতির উপর এমন সময় অবশ্যই এগিয়ে আসছে যখন ব্যবহার করার (বা উপকারে আসার) মত আর কিছুই থাকবে না। তাই (তোমরা) দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) ও দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) সঞ্চয় করে রাখ।*"

– মুসনাদ, আহমাদ

সমাপ্ত

২৫ 'পবিত্র কুরআনে জেরুজালেম' বইটিতে একটি পুরো অধ্যায় রয়েছে যেখানে ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্যের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

টীকা

১। কুরআন 'ব্যবসা' ও 'অর্থ-ঋণ দেয়া' এ দুটির মাঝে পরিষ্কারভাবে পার্থক্য করে দিয়েছে। প্রতিটি ব্যবসাজনিত অর্থ লেন-দেনে একটি ঝুঁকি থাকে, কারণ এই লেন-দেনের মাধ্যমে লাভ হতে পারে কিংবা লোকসানও হতে পারে। মহান আল্লাহ তার ইচ্ছামত কারও কাছ থেকে কিছু নিয়ে অন্য কাউকে দিতে পারেন। এভাবে, মহান আল্লাহ এটা নিশ্চিত করেন যেন পুরো অর্থনীতি জুড়ে সম্পদ প্রবাহিত হয়। ফলে কোন ধনীই চিরকাল ধনী থাকতে পারে না এবং কোন গরিবকে চিরকাল দারিদ্রের মাঝে বন্দি থাকতে হয় না।

কিন্তু যখন সুদের বিনিময়ে অর্থ ঋণ দেয়া হয়, তখন ঋণদাতা নিজেকে যে কোন ক্ষতি হতে বাঁচাবার জন্য সর্বোচ্চ পরিমাণে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। তাই সুদ-ভিত্তিক অর্থনীতিতে অর্থ প্রবাহিত হয় না। যারা ধনী তারা চিরকালই ধনী থাকে আর গরিবেরা থাকে চিরকালই গরিব, এবং সে যে কোন প্রকার শোষণের জন্য উন্মুক্ত থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ইন্দোনেশিয়ার গ্রামের গরিব মুসলিম মহিলাদের সিংগাপুরে অমুসলিম উপজাতিয় শাসকগোষ্ঠীর বাসাতে গৃহ-পরিচারিকা হিসেবে কাজ করতে হয়, যদিও তারা ইসলামের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন। শুকরের মাংস রান্না ও পরিবেশন করা ছাড়াও তাদেরকে দৈনিক ২৪ ঘন্টা করে সপ্তাহের প্রতিটি দিনই কাজ করতে হয়। এবং এগুলির প্রতিটিই করতে হয় দাস-সুলভ মজুরির বিনিময়ে।

২। "*আনাস ইবন মালিক হতে বর্ণিত যে আল্লাহর নবী বলেছেন: যে ব্যক্তি বাজারে জিনিষের মূল্য সম্পর্কে জানে না, সেই ব্যক্তিকে ঠকানো হলো রিবা*"

– সুনান বাইহাকী

"আবদুল্লাহ বিন আবু আউফা হতে বর্ণিত: *বাজারে পণ্য সাজিয়ে রাখা এক লোক মিথ্যা শপথ নিয়ে বলে যে তার পণ্য কেনার জন্য অনেক দাম দেবার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল, যদিও তাকে এরকম প্রস্তাব দেয়া হয় নি। এর প্রেক্ষিতে এই কুরআনের আয়াতটি নাযিল হয়: "যারা আল্লাহর নামে কৃত অঙ্গীকার এবং প্রতিজ্ঞা সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে, আখিরাতে তাদের কোন অংশ নেই। আর তাদের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না। তাদের প্রতি (করুণার) দৃষ্টিও দেবেন না। আর তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না। বস্তুতঃ তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক আযাব।" (৩:৭৭)।* ইবন আবু আউফা যোগ করেন: *এরূপ (উপরোক্ত) মানুষেরা হলো রিবার ভোগকারী ও বিশ্বাসঘাতক।*"

– সাহীহ, বুখারী

বাজারমূল্যকে গোপন রেখে প্রতারণার মাধ্যমে লেন-দেন, একজন বিক্রেতা বা ক্রেতাকে বাজারমূল্যের চেয়ে উচ্চ বা নিম্নমূল্যে পণ্য বিক্রি বা ক্রয় করতে সাহায্য করে। এভাবে ন্যায্যভাবে যতটুকু লাভ করা উচিত তার চেয়ে বেশি লাভ বা মুনাফা অর্জন সম্ভব হয়। আমরা এখন বলতে পারি যে প্রতারণামূলক লেন-দেনের মাধ্যমে ঐ প্রতারণার মালিক যদি তার ন্যায্য লাভের চেয়ে বেশি লাভ করে তবে তা হবে রিবা। আধুনিক মুদ্রাব্যবস্থা গড়ে ওঠেছে কাগজি মুদ্রার উপর ভিত্তি করে যা প্রতিনিয়ত তার মূল্য হারাচ্ছে। আর এটাই সেই প্রতারণা, যার মাধ্যমে ঐ মুদ্রাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রকরা তাদের ন্যায্য লাভের চেয়ে অনেক বেশি মুনাফা লাভ করছে। তাই এটাকে 'রিবা' বলতে হবে।